স্কাউট প্রোগ্রাম
SCOUT PROGRAMME

বাংলাদেশ স্কাউটস
BANGLADESH SCOUTS

স্কাউট প্রোগ্রাম

স্বত্ব ঃ বাংলাদেশ স্কাউটস

বাংলাদেশ স্কাউটস ISBN 984-32-1626-6

প্রোগ্রাম প্রণয়ন ঃ বাংলাদেশ স্কাউটস, প্রোগ্রাম বিভাগ

প্রকাশনায় ঃ ব্যবস্থাপনা কমিটি, জাতীয় স্কাউট শপ

প্রকাশকাল

১ম সংস্করণ ঃ আগস্ট ১৯৯৭

আধুনিকায়ন প্রথম সংস্করণ ঃ এপ্রিল ২০১০

দ্বিতীয় প্রকাশনা ঃ আগস্ট ২০১২

তৃতীয় প্রকাশনা ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৩

চতুর্থ প্রকাশনা ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৬

পঞ্চম প্রকাশনা ঃ আগস্ট ২০১৮

বাংলাদেশ স্কাউটস

জাতীয় সদর দফতর

৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক

কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৩৩৩৬৫১, ৯৩৩৭৭১৪

ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল ঃ scouts@bangla.net

ওয়েব সাইট ঃ **www. scouts.gov.bd**

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ডিজাইন ঃ জুবায়ের ইউসুফ, প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট

মূল্য ঃ ২০.০০ (বিশ টাকা) মাত্র।

মুখবন্ধ

স্কাউট প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি একটি চলমান বিষয়। যা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বালক-বালিকাদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। স্কাউটিং যেহেতু জীবনের জন্য শিক্ষা তাই পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী স্কাউট প্রোগ্রাম যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগ মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের রোভার স্কাউট ও অ্যাডাল্ট লিডারের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত প্রস্তাব ও মতামত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করে স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশে স্কাউটিংয়ের গোড়াপত্তন হতে স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। শুরুর দিকে সার্বক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বর্তমান সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং বর্তমান জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম এবং জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন)। তবে সকল সময়েই বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রোগ্রাম প্রণয়নের প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে তৎকালীন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের বর্তমান সহ-সভাপতি জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক প্রয়োজনীয় পরামর্শ, দিক নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করে আমাদের অগ্রযাত্রার প্রতিটি পর্যায়কে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই বিভিন্ন পর্যায়ের মতামত ও তথ্য সংগ্রহ করে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে স্কাউটিং কার্যক্রমের প্রথম দশকের প্রারম্ভে প্রকাশিত স্কাউট প্রোগ্রাম ও রোভার প্রোগ্রাম প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে শাখাভিত্তিক স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকারণ ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খানের দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রোগ্রাম বিভাগের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করেছে।

আনন্দের বিষয় এই যে, প্রথম প্রকাশনার পরবর্তী সময় থেকে স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ এবং যুগোপযোগী করার দীর্ঘ পরিভ্রমণে আরো অনেকে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে প্রোগ্রামকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার জন্য নিজেদের সম্পৃক্ত করে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন- স্কাউট প্রোগ্রাম এবং রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যার শুরু আছে তবে শেষ নাই।

সমসাময়িক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তির ফলে প্রণীত প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী, সুপরিকল্পনা প্রসূত নীতিমালা বলে অভিহিত করা যায়। এতে স্কাউট প্রোগ্রামকে একটি ছকে আবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে সকলে অতি সহজেই স্কাউট প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অর্জিত জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে স্কাউটরা আরো অধিক বাস্তব ভিত্তিক স্কাউটিং দক্ষতা অর্জন করবে বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমান সময়ের বালক-বালিকাদের কাছে স্কাউট প্রোগ্রাম বইটি গ্রহনযোগ্য ও আনন্দদায়ক হলেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক বলে মনে করবো। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরো সমৃদ্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ ও বই প্রকাশনায় যাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময়, শ্রম, মেধা ও মনন দিয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউটস ও আমার পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকে জানাই স্বশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতাও ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস।

পটভূমি

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল (১৮৫৭-১৯৪১) স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই স্কাউট বয়সী ছেলেমেয়েদের চাহিদা বিবেচনা করে কিছু বই প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পূর্বে প্রকাশিত বইসমূহের সহায়তায় বয়সভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করে স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন শাখার অর্থাৎ কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার জন্য পৃথক কার্যক্রম নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি বই রচনা করেছেন। এই বইসমূহে স্কাউটিং, কার্যক্রমে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য প্রচারণামূলক দিকনির্দেশনাসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণীয় এবং করণীয় কার্যক্রমের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে স্কাউটিংয়ের দ্রুত প্রসার এবং দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্য এখনও লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের লেখা আকর্ষণীয় বইগুলোর কোনো বিকল্প নেই।

স্কাউট আন্দোলন শুরুর আগে ও পরে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য সমস্ত বই প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো নিম্নরূপ ঃ

এইডস টু স্কাউটিং	-১৮৯৯	এ বই পড়েই অনেকে স্কাউটিংয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে
স্কাউটিং ফর বয়েজ	-১৯০৮	স্কাউট শাখার জন্য
উলফ কাব হ্যান্ডবুক	-১৯১৬	কাব স্কাউট শাখার জন্য
এইডস টু স্কাউট মাস্টারশীপ	-১৯২০	অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য
রোভারিং টু সাকসেস	-১৯২২	রোভার স্কাউট শাখার জন্য
গার্ল গাইডিং		গার্ল গাইড আন্দোলনের প্রসারতার জন্য
দি ব্লু বার্ড বুক		গার্ল গাইড আন্দোলনের প্রসারতার জন্য

দীর্ঘদিন ধরে স্কাউটদের জন্য এ বইগুলো প্রচলিত থাকলেও সময়ের বিবর্তন এবং যুগ ও দেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে স্কাউটিয়ে নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। আর সেসব নিয়ে বৈচিত্রপূর্ণ বইপত্রও রচিত হয়েছে এবং এখনও তার অনুসরণ চলছে।

বৃটিশ শাসনামলে ১৯২০ সালে অবিভক্ত ভারতের এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়। তখন স্কাউটিং কার্যক্রমে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত স্তরভিত্তিক বইগুলি ব্যবহার করা হত। এই স্তর ভিত্তিক বইগুলো হচ্ছে– *টেন্ডার ফুট, সেকেন্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস।* এই স্তরভিত্তিক বইসমূহে বিভিন্ন পারদর্শিতা ব্যাজের করণীয় উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে প্রতিটি ব্যাজের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পৃথক পৃথক বই রচনা করা হয়।

বৃটিশ শাসনামলের অবসানের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সূচনা থেকে এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন নতুনভাবে সংগঠিত হয়। সেই সময়ের প্রথম পর্যায়ে বৃটিশ আমলে ইরেজিতে প্রকাশিত স্তরভিত্তিক বইগুলি ব্যবহৃত হলেও তৎকলীন পূর্ব পাকিস্তানে স্কাউটিংয়ের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজিতে লেখা বইগুলি বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

এই প্রক্রিয়ায় ***টেন্ডার ফুট বইটিকে কচি কদম, সেকেন্ড ক্লাস*** বইটিকে ***দ্বিতীয় কদম এবং ফার্স্ট ক্লাস*** বইটিকে ***দৃপ্ত কদম*** নামে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। এই অনুবাদের ধারাবাহিকতায় স্কাউটার মরহুম এম ওয়াজেদ আলী, ব্যাডেন পাওয়েল এর লেখা 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইটি ***বালকদের স্কাউট শিক্ষা*** নামে ১৯৫৭ সালে বাংলায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে বই অনুবাদ কার্যক্রম একটি চলমান কর্মসূচিতে রূপ লাভ করে। অনুবাদের চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে তরিকুল আলম ও জহুরুল আলম ১৯৫৯ সালে ***কাব স্কাউট হ্যান্ডবুক*** বইটিকে কাব স্কাউট শিক্ষা নামে বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গৃহিত এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্কাউটিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বইগুলিকে বাংলায় রূপান্তর করা হয়।

স্বাধীনতা অর্জনের পর মুহূর্ত থেকে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রম সংগঠিত হতে থাকে এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলন পূর্নগঠিত হলে স্কাউটিংয়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্কাউটিং সম্পর্কিত পাঠ্য বইয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে

নতুনভাবে শুরু করা রোভারিং কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৭৩ সালে স্কাউটার আ স ম মাকসুদুর রহমান রোভার পরিকল্পনা নামে বইটির পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রমের নীতি, পদ্ধতি ও পরিচালনার জন্য পি. ও. আর (রীতি, সংগঠন ও নিয়ম) নামের বইটি বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়ের পরে কয়েক বছর ব্যবহৃত হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে "বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি" নামে প্রথমবারের মতো গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৮৪ সালে "গঠন ও নিয়ম" নামে নতুনভাবে নীতি পদ্ধতির বইটি প্রকাশ করা হয়। স্বাধীন দেশে স্কাউটিং কার্যক্রমকে আরও বেশী গতিশীল করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচলিত স্তরভিত্তিক বইসমূহের তথ্য এবং বাস্তব চাহিদা নিরূপন করে ১৯৭৮-৭৯ সালে তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মরহুম নূরুলিসলাম শামসের উদ্যোগে নতুন স্কাউট প্রোগ্রাম নির্ধারণ করে ঐ প্রোগ্রামের আলোকে বয় স্কাউট শাখার বই লেখা হয়। প্রোগ্রাম অনুসারে বইগুলির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন তৎকালীন রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তৎসময়ের রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) মোঃ তৌহিদুল ইসলাম ও তৎকালীন রোভার স্কাউট মোজাহারুল হক মঞ্জু। এসব পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে নিম্নের শাখাভিত্তিক বইসমূহ প্রকাশিত হয়।

সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড	১৯৭৯
প্রোগ্রেস	১৯৮০
সার্ভিস	১৯৮১

এই স্তরভিত্তিক বইসমূহে স্কাউটদের জন্য পালনীয় পারদর্শিতা ব্যাজের প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে স্কাউটরা স্ব স্ব স্তরের সিলেবাস অনুসরণ করে ব্যাজ অর্জন করতে সক্ষম হয়। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালে বয় স্কাউট শাখার স্তরভিত্তিক বইসমূহকে একত্রিত করে বয় স্কাউট নামে একটি অখণ্ড বই প্রকাশ করা হয়। এই অখণ্ড বইটির মধ্য দিয়ে স্কাউটদের নিকট ক্রমোন্নতিশীল স্কাউট প্রোগ্রাম অনুসরণ অধিকতর সহজ করা হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে স্কাউট শাখার প্রোগ্রামে আবার পরিবর্তন আনা হয় এবং পারদর্শিতা ব্যাজের কর্মসূচিকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এই পর্যায়ে স্কাউট প্রোগ্রামকে আরো বেশী কার্যকরী করার জন্য স্তরভিত্তিক আলাদা আলাদাভাবে বই প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক সময়ের অত্যন্ত দক্ষ স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ স্ব স্ব অবস্থানে থেকে বই সমূহ প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন, তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

সদস্য ব্যাজ	আরিফ বিল্লাহ আল মামুন	১৯৯৭
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ	মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান	১৯৯৫
প্রোগ্রেস ব্যাজ	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	১৯৯৬
সার্ভিস ব্যাজ	মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া	১৯৯৬

স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের পাশাপাশি ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিক থেকে কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার স্তরভিত্তিক বইসমূহের পাণ্ডুলিপি প্রনেতা ও প্রকাশকাল নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সদস্য ব্যাজ	মোঃ আবদুল ওয়াহাব	১৯৯৫
তারা ব্যাজ	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	১৯৯৬
চাঁদ ব্যাজ	রওশন আরা বিউটি	১৯৯৭
চাঁদতারা ব্যাজ	মোছাম্মৎ জোহরা আক্তার	১৯৯৭
রোভার সহচর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯৭
সদস্য স্তর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯২
প্রশিক্ষণ স্তর	মোঃ আরিফুজ্জামান	১৯৯৫
সেবা স্তর	আদিল হায়দার সেলিম	১৯৯৬

এছাড়া রোভার স্কাউটদের জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধশীল করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত রোভারিং টু সাকসেস বইটি প্রবীণ লিডার ট্রেনার এবং বাংলাদেশ স্কাউট এর প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর মাহবুবুল আলম বাংলায় অনুবাদ করেন।

স্কাউট আন্দোলনের পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক চলমান প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চাহিদা অনুভূত হওয়ায় স্কাউট ও রোভার শাখায় ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে আরো বেশী আধুনিকীকরণ করার জন্য ২০০০ সালে তৎকালীন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীকের নেতৃত্বে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময় স্কাউট প্রোগ্রাম ও রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য জুবায়ের ইউসুফের তত্ত্বাবধানে স্কাউট প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স এবং মোঃ আরিফুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স নামে দুটি পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দু'টির মাধ্যমে উভয় শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী করার জন্য যাত্রা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে তৎসময়ের জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) মুঃ তৌহিদুল ইসলাম, মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া ও কাজী নাজমুল হক নাজু প্রোগ্রাম নবায়নে টাস্কফোর্স দু'টিকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন। এ প্রক্রিয়ায় রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণে রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব হিসেবে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট মোঃ জামাল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই টাস্কফোর্স দু'টি প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য ২০০১ সাল থেকে শুরু করে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, আলোচনা, পর্যালোচনাসহ জাতীয় ও অঞ্চল পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শাখা ভিত্তিক প্রোগ্রাম নবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রচলিত প্রোগ্রামে সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করে স্কাউট প্রোগ্রাম এবং রোভার প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে পূর্ণতা দেয়া হয়। এই কাঠামোগত পূর্ণতা তৈরির পর উভয় শাখায় অন্তর্ভুক্ত নতুন নতুন বিষয়বস্তু ও ব্যাজের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এই কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কাব স্কাউট ও স্কাউট শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত বই সমূহকে আরও বেশী আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক পরিমার্জিত আকারে প্রস্তুতকৃত বইসমূহ প্রকাশনায় তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মুহঃ ফজলুর রহমান সার্বিক সহায়তাদান করেন এবং বর্তমান সভাপতি ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ বইগুলি সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন।

২০০৪ সালে প্রচলিত বইসমূহ পরিমার্জিত আকারে প্রকাশের কিছুদিন পরেই ২০০৩ সালে প্রণয়নকৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রামের কাঠামো দু'টিকে পুনরায় যাচাই বাছাই করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই যাচাই বাছাইয়ের জন্য ২০০৪-২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ ফোরাম এবং জাতীয় ওয়ার্কশপসহ আয়োজিত আলোচনাসমূহ বর্তমান সভাপতি ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাঁকে সার্বক্ষনিক সহায়তা প্রদান করেন তৎসময়ের প্রোগ্রাম বিভাগে দায়িত্বপালনকারী জাতীয় উপ কমিশনার সরোয়ার মোঃ শাহরিয়ার, মোঃ মাহমুদুল হক এবং মনিরুল ইসলাম খান। এই পর্যায়ের প্রাপ্ত প্রস্তাবনা সমূহ সমন্বিত করে ২০০৯ সালে স্কাউট ও রোভার শাখার প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্যোগকে কার্যকরী করার লক্ষ্য নিয়ে স্কাউট রোভার শাখায় প্রোগ্রাম বই প্রকাশের উদ্দেশ্যে জুবায়ের ইউসুফ ও মোঃ আরিফুজ্জামানকে পৃথকভাবে পুনরায় আহ্বায়কের দায়িত্ব দিয়ে প্রোগ্রাম বই প্রকাশের জন্য দু'টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্ক ফোর্স দুটিতে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক ও স্কাউটার খন্দকার সাদিদ সাইদ। টাস্ক ফোর্সের একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক ও জাতীয় সদর দফতর এবং জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়। প্রায় ২৫ বছরের ব্যবহৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের জন্য ২০০৩ সাল থেকে শুরু ২০০৯ সাল পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯ সালের প্রথম দিকে জাতীয় প্রোগ্রাম কমিটির সভাপতি মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এই গৃহীত পদক্ষেপের ফলে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া এর উপস্থাপনায় ০৯ আগস্ট ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠেয় জাতীয় কাউন্সিলের ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশনে উভয় শাখার প্রোগ্রাম অনুমোদিত হয়। নবায়নকৃত স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রাম জাতীয় কাউন্সিলে অনুমোদনসহ প্রণয়নকৃত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত এই বই প্রকাশে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে তৎকালীন মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধিকে আরও বেশী মজবুত করেছেন।

সূচিপত্র

০১।	মুখবন্ধ	০৩
০২।	পটভূমি	০৪
০৩।	সদস্য ব্যাজ	০৯
০৪।	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ	১১
০৫।	প্রোগ্রেস ব্যাজ	১৩
০৬।	সার্ভিস ব্যাজ	১৫
০৭।	প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড	১৭
০৮।	পারদর্শিতা ব্যাজ গ্রুপ ও ব্যাজের নাম	১৮
০৯।	সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড স্কিম	৫০
১০।	স্কাউট পোশাক	৫২
১১।	ব্যাজ সম্পর্কিত সাধারণ নিয়মাবলী	৬০
১২।	পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জনের নিয়ম	৬১
১৩।	স্কাউট মনোগ্রাম	৬৪
১৪।	পতাকা	৬৫
১৫।	পতাকা উত্তোলন ও বহন পদ্ধতি	৬৯

এক নজরে স্কাউট প্রোগ্রাম

ব্যাজ / বিষয়	সদস্য ব্যাজ	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ	প্রোগ্রেস ব্যাজ	সার্ভিস ব্যাজ	প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড
স্কাউট আদর্শ	১. স্কাউটিংয়ের মূলভিত্তি* ২. জাতীয় পতাকা ৩. জাতীয় সংগীত ৪. ধর্ম পালন*	১. স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ২. জাতীয় পতাকা ৩. সাংগঠনিক জ্ঞান ৪. ধর্ম পালন	১. সাংগঠনিক জ্ঞান ২. পতাকা ৩. ধর্ম পালন	১.সাংগঠনিক জ্ঞান ২. বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক ৩. ধর্ম পলন	১.বিশ্ব স্কাউট সংস্থা সম্পর্কে জ্ঞান ২. ধর্ম পালন
স্কাউট দক্ষতা	১. দড়ির কাজ ২. উপদলীয় কার্যাবলী* ৩. সংকেত*	১. দড়ির কাজ ২. সংকেত ৩. অভিযান ৪. অনুসরক চিহ্ন ৫. অনুমান ৬. শরীর চর্চা	১. দড়ির কাজ ২. অনুমান ৩. সংকেত ৪. উপস্থিত বক্তৃতা	১. দড়ির কাজ ২. কোড ও সাইফার ৩. স্কাউট পতাকা ৪. অনুমান ৫. সংকেত ৬. উপস্থিত বক্তৃতা	১. দড়ির কাজ ২. কোড ও সাইফার ৩. সংকেত
জীবন শিক্ষা ও সমাজ সেবা	১. বাড়ীর কাজ* ২. তথ্যানুসন্ধান* ৩. প্রাথমিক প্রতিবিধান	১. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা ২. পর্যবেক্ষণ ৩. স্কাউট সেবা ৪. প্রাথমিক প্রতিবিধান ৫. তথ্যনুসন্ধান ৬. সঞ্চয়	১. শারীরিক পরিবর্তন ২. পর্যবেক্ষণ ৩. স্কাউট সেবা ৪. প্রাথমিক প্রতিবিধান ৫. সঞ্চয় ৬. তথ্যানুসন্ধান ৭. মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ	১. স্কাউট সেবা ২. মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ ও সচেতনতা ৩. সঞ্চয়	১. পরিকল্পনা প্রস্তাব ২. মাদক প্রতিরোধ ৩. ব্যবহারিক জ্ঞান
স্বদেশ, সংস্কৃতি ও পরিবেশ	১. ব্যবহারিক জ্ঞান ২. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস	১. ব্যবহারিক জ্ঞান ২. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ৩. পরিবেশ	১. জ্ঞান অর্জন ২. সাংগঠনিক জ্ঞান ৩. পরিবেশ	১. পরিবেশ ২. সরকারের গঠন ও কার্যবলী ৩. শব্দ দূষণ	১. সাংগঠনিক জ্ঞান ২. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস
প্রযুক্তি শেখা	১. টেলিফোনে কথা বলা*	১. কম্পাস ও মানচিত্র ২. কম্পিউটার জ্ঞান	১. মানচিত্র ২.কম্পিউটার জ্ঞান	১.ধোঁয়াবিহীন উন্নত চুলা তৈরির কৌশল ২. কম্পিউটার জ্ঞান	১. বিকল্প জ্বালানী ২. তথ্য প্রযুক্তি
গান জানা	তিনটি গান জানা	চারটি গান জানা	তিনটি গান জানা	দুইটি গান জানা	দুইটি গান জানা
পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন	নাই	চেতনা গ্রুপের একটি সহ মোট ৪টি (কোন গ্রুপ থেকে ১টির বেশী নয়)	চেতনা গ্রুপের একটি সহ মোট ৪টি (কোন গ্রুপ থেকে ১টির বেশী নয়)	চেতনা গ্রুপের একটি সহ মোট ৪টি (কোন গ্রুপ থেকে ১টির বেশী নয়)	চেতনা গ্রুপের একটি সহ মোট ৪টি (কোন গ্রুপ থেকে ১টির বেশী নয়)
ক্যাম্প	স্কাউটিং এর পুরো সময়ে একটি ডে ক্যাম্প, একটি ৩ (তিন) দিনের ক্যাম্প, একটি উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক সমাবেশ, জাম্বুরী অথবা পিএলটিসিতে অংশগ্রহণ করতে হবে।				
ট্রুপ মিটিং	কমপক্ষে ৮টি	কমপক্ষে ১২-১৫টি	কমপক্ষে ১২-১৫টি	কমপক্ষে ১২-১৫টি	কমপক্ষে ৮টি
সময়সীমা	৩ মাস (*চিহ্নিতদের জন্য এক মাস)	৬-৯ মাস	৬-৯ মাস	৬-৯ মাস	৪-৬ মাস

সদস্য ব্যাজ
(সময়কাল ৩ মাস)

❑ **স্কাউট আদর্শ ঃ**

(১) স্কাউটিংয়ের মূলভিত্তি *

(ক) স্কাউটিং কি ও কেন এবং সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

(খ) স্কাউট প্রতিজ্ঞা, আইন, মটো স্লোগান জানা।

(গ) স্কাউট চিহ্ন, সালাম, করমর্দন, পোশাক সম্পর্কে বলতে পারা ও প্রয়োগ করা।

(২) জাতীয় পতাকা

(ক) জাতীয় পতাকা আঁকতে ও রং করতে পারা এবং রংয়ের ব্যাখ্যা বলতে পার।

(৩) জাতীয় সংগীত ও প্রার্থনা সংগীত গাইতে পারা।

(৪) ধর্ম পালন ঃ *

(ক) নিয়মিত নিজ নিজ ধর্মীয় কার্যবলী সম্পাদন করা।

(খ) নিজ নিজ ধর্মের মূল ভিত্তিগুলো সম্পর্কে বলতে পারা।

❑ **স্কাউট দক্ষতা ঃ**

(১) দড়ির কাজ

(ক) দড়ির প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা ও যত্ন সহকারে দড়ি গুছিয়ে রাখতে পারা।

(খ) হুইপিং দিয়ে দড়ির মুখ বাঁধতে পারা।

(গ) গেরোগুলো বাঁধতে পারা ও তাদের ব্যবহার জানা- থাম্ব নট, রীফ নট, বোলাইন, ক্লোভ হিচ।

(২) উপদলীয় কার্যাবলী *

(ক) নিজ উপদলের সদস্যদের ও ইউনিট লিডারের নাম জানা।

(খ) উপদলীয় ডাক দিতে পারা, উপদলের চিহ্ন প্রদর্শন করতে পারা।

(গ) উপদলীয় ও দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

(৩) সংকেত *

বাঁশি ও হস্ত সংকেত অনুসরণ করতে পারা।

❑ **জীবন শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা ঃ**

(১) বাড়ীর কাজ *

ক. বাড়ীতে ভালো কাজ করা, যেমন- কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা, রান্নার কাজে সাহায্য করা, ঘর গোছানো এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কাজে সাহায্য করা।

খ. ছোট ভাই-বোনদের পড়ালেখায় সাহায্য করা।

গ. বাড়ীর কেনাকাটায় সাহায্য করা।

ঘ. বড়দের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করা।

(২) তথ্যানুসন্ধান *

স্থানীয় হাসপাতাল, ঔষধের দোকান ও ফায়ার সার্ভিসের অবস্থান জানা ও জরুরী টেলিফোন নম্বর প্রদর্শন করতে পারা এবং প্রয়োজনীয় সময়ে সহযোগিতা করতে পারা।

(৩) প্রাথমিক প্রতিবিধান *

প্রাথমিক প্রতিবিধান কি? এর বিভিন্ন উপকরণ, যেমন– ব্যান্ডেজ, প্যাড, ড্রেসিং ইত্যাদি কি জানা ও ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারা।

- ❑ **স্বদেশ সংস্কৃতি ও পরিবেশ ঃ**

(১) ব্যবহারিক জ্ঞান ঃ

বাংলা ও ইংরেজী মাস অনুসারে বাংলাদেশের আবহাওয়া সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

(২) ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা।

- ❑ **প্রযুক্তি শেখা ঃ ***

(১) ল্যান্ড ফোন/মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারা।

(২) টেলিফোনে সঠিক পদ্ধতিতে কথা আদান প্রদান করতে পারা।

- ❑ **গান জানা – স্কাউট সিডির প্রথম তিনটি গান গাইতে পারা।**

- ❑ **ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ ঃ**

(১) কমপক্ষে ৮টি ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ করা।

*বিঃদ্রঃ- যে সমস্ত কাব স্কাউট চাঁদ তারা ব্যাজ পর্যন্ত অর্জনকরে, স্কাউটিং–এ যোগদান করবে তারা শুধুমাত্র * (স্টার) চিহ্নিত বিষয়গুলো অনুশীলন করে কমপক্ষে ৪টি ট্রুপ মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে এক মাসের মধ্যে সদস্য ব্যাজ অর্জন করতে পারবে।*

- ❑ **দীক্ষা গ্রহণ করা।**

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ

(সময়কাল ৬-৯ মাস)

- স্কাউট আদর্শ ঃ
  - (১) স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস জানা।
  - (২) জাতীয় পতাকা ঃ
    - (ক) জাতীয় পতাকা উড়ানোর নিয়ম জানা।
    - (খ) জাতীয় পতাকার বিবর্তনের ব্যাখ্যা করতে পারা।
  - (৩) সাংগঠনিক জ্ঞান ঃ
    - (ক) নিজ গ্রুপ স্কাউটসের গঠন ও কার্যাবলী জানা।
    - (খ) নিজ গ্রুপের ইতিহাস জেনে গ্রুপের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা।
  - (৪) ধর্ম পালন ঃ
    - (ক) নিয়মিত নিজ নিজ ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা।
    - (খ) নিজ ধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে জানা।
    - (গ) স্কাউট ওন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা।
- স্কাউট দক্ষতা ঃ
  - (১) দড়ির কাজ ঃ
    - (ক) নিম্নলিখিত গেরো ও ল্যাশিংগুলো বাঁধতে পারা ও তার ব্যবহার জানা-ওয়ান রাউন্ড টার্ন এন্ড টু হাফ হিচেস, শীট বেন্ড, টিম্বার হিচ, স্কয়ার ল্যাশিং, ডায়াগোনাল ল্যাশিং।
  - (২) সংকেত ঃ
    - হস্ত সংকেত ও হুইসেলের সংকেত অনুশীলন করা।
  - (৩) অভিযান ঃ
    - (ক) স্কাউট কদমে চলতে জানা।
    - (খ) উপদল বা একজন স্কাউটের সাথে দিনের বেলায় রুট ম্যাপ অনুসরণ করে ৫ কি.মি. যাওয়া। ফেরত এসে সে সম্পর্কে লিখিত বা মৌখিক রিপোর্ট প্রদান করা।
  - (৪) অনুসরক চিহ্ন ঃ
    - অনুসরক চিহ্ন জানা ও তা অনুসরণ করে ২ কি. মি. পথ অতিক্রম করতে পারা।
  - (৫) অনুমান ঃ
    - অনুমানের সাহায্যে কোন স্থানের দূরত্ব ও উচ্চতা নির্ণয়ের একটি করে পদ্ধতি অনুশীলন, প্রর্দশন ও ব্যাখ্যা করতে পারা এবং ওজন অনুমান করতে পারা ।
  - (৬) শরীর চর্চা ঃ
    - বিপির ৬টি পিটি প্রদর্শন করতে পারা ও তা চর্চা করা।

❑ **জীবন শিক্ষা ও সমাজ সেবা ঃ**

(১) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা ঃ (ক) স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কিত তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন (খ) লবণের আয়োডিন পরীক্ষা করতে পারা।

(২) পর্যবেক্ষণ ঃ (ক) ৬ প্রকারের গাছ (ফলজ ও ঔষধি), ৩ প্রকারের শস্য, দানা শস্য ও ৩ প্রকারের শাক-সবজি চেনা ও তাদের প্রয়োজনীয়তা জানা।
(খ) কিমস গেমস- এ অংশগ্রহণ করা।

(৩) স্কাউট সেবা ঃ (ক) সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন কি এবং এদের মধ্যে পার্থক্য জানা। (খ) পাড়া-প্রতিবেশীর বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা। (গ) স্কাউট ডেন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে অংশগ্রহণ করা।

(৪) প্রাথমিক প্রতিবিধান ঃ (ক) খাবার স্যালাইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা ও যে কোন দুইটি পদ্ধতিতে স্যালাইন তৈরি করতে পারা। (খ) নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করতে পারা (গ) স্লিং ও স্প্লিন্ট ব্যবহার করতে পারা।

(৫) তথ্যানুসন্ধান ঃ (ক) নিকটবর্তী হাসপাতালের সেবা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা ও যোগাযোগ করতে পারা।

(৬) সঞ্চয় ঃ (ক) প্রতিমাসে কমপক্ষে ১০ টাকা সঞ্চয় করতে পারা।

❑ **স্বদেশ, সংস্কৃতি ও পরিবেশ ঃ**

(১) ব্যবহারিক জ্ঞান ঃ (ক) নিজ এলাকার অবস্থান সম্পর্কে জানা (যেমন-ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা, বিভাগ)।

(২) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঃ (ক) ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠের বীরত্বের ঘটনা সংক্ষেপে বলতে পারা।

(৩) পরিবেশ ঃ (ক) পরিবেশ দূষণ কি এবং এর কারণ সম্পর্কে জানা। (খ) পরিবেশ দূষণ রোধ করার পদ্ধতি জানা। (গ) পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার অভিযানে অংশ গ্রহণ করা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা। (ঘ) পানি দূষণ। (১) কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানা। (২) বিশুদ্ধকরণের দুটি প্রচলিত নিয়ম জানা।

❑ **প্রযুক্তি শেখা ঃ**

(১) কম্পাস ও মানচিত্র ঃ
(ক) কম্পাসের ১৬টি দিক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন ও কম্পাসের সঠিক ব্যবহার জানা (খ) মানচিত্র পাঠ ও তৈরি করার জন্য কম্পাস ব্যবহার করতে পারা।

(২) কম্পিউটার জ্ঞান ঃ
(ক) কম্পিউটার কি জানা। (খ) কম্পিউটারের সাধারণ গঠন প্রণালী জানা।
(গ) কম্পিউটার আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা।
(ঘ) কম্পিউটারের সাধারণ ব্যবহারবিধি জানা।

❑ **গান জানা ঃ স্কাউট সিডির পরের চারটি গান গাইতে পারা।**

❑ **ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ ঃ কমপক্ষে ১২-১৫টি ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ করা।**

প্রোগ্রেস ব্যাজ

(সময়কাল ৬-৯ মাস)

❑ **স্কাউট আর্দশ ঃ**

(১) সাংগঠনিক জ্ঞান ঃ বাংলাদেশ স্কাউটসের ইতিহাস ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে জানা।

(২) পতাকা ঃ উপদল ও ইউনিট পতাকা অংকন করতে পারা ও ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারা।

(৩) ধর্ম পালন ঃ (ক) নিয়মিত নিজ নিজ ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা।
(খ) নিজ নিজ ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করতে পারা।

❑ **স্কাউট দক্ষতা ঃ**

(১) দড়ির কাজ ঃ

(ক) পোল, শেয়ার ও ফিগার অব এইট ল্যাশিং দিতে পারা ও এগুলির ব্যবহার জানা।

(খ) প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করার জন্য কমপক্ষে ২টি গ্যাজেট তৈরি করতে পারা।

(২) অনুমান ঃ

(ক) অনুমানের সাহায্যে কোন স্থানের দূরত্ব ও উচ্চতা মাপার আরো একটি করে পদ্ধতি জানা (পূর্বের সমূহ ব্যতিত)

(৩) সংকেত ঃ ধোঁয়ার সংকেত জানা ও প্রদর্শন করতে পারা।

(৪) উপস্থিত বক্তৃতা ঃ ৩ মিনিট বাংলায় যে কোন বিষয়ে বক্তৃতা করতে পারা।

❑ **জীবন শিক্ষা ও সমাজ সেবা ঃ**

(১) শারীরিক পরিবর্তন ঃ বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শারীরিক পরিবর্তন গুলোতে নিজ করণীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া ও পালন করার পদ্ধতি জানা।

(২) পর্যবেক্ষণ ঃ কিম্‌স গেম-এ অংশগ্রহণ করা।

(৩) স্কাউট সেবা ঃ

(ক) কমপক্ষে দুটি বৃক্ষরোপন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

(খ) ১ ঘন্টা সমাজ উন্নয়ন/সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহন করা।

(৪) প্রাথমিক প্রতিবিধান ঃ হাঁটু, হাত, চোয়াল, খুলি, কনুই এর ব্যান্ডেজ দিতে পারা। ও এগুলির ব্যবহার জানা।

(৫) সঞ্চয় ঃ প্রতিমাসে কমপক্ষে ১৫ টাকা সঞ্চয় করতে পারা।

(৬) তথ্যানুসন্ধান ঃ নিকটবর্তী আইনশৃংখলা বাহিনীর (যেমন– র‌্যাব, পুলিশ, কমিউনিটি পুলিশ ইত্যাদি) অবস্থান এবং তাদের সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা।

(৭) মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ ঃ ধূমপান এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানা ও এ সংক্রান্ত সচেতনামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

❑ **স্বদেশ, সংস্কৃতি ও পরিবেশ ঃ**

(১) জ্ঞানার্জন ঃ
এশিয়ার যে কোন ১০ দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম জানা।

(২) সাংগঠনিক জ্ঞান ঃ
জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন/পৌরসভা/ওয়ার্ড/মেট্রোপলিটন প্রশাসনের গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানা।

(৩) পরিবেশ ঃ পরিবেশ বিপর্যয়ের দু'টি কারণ চিহ্নিত করতে পারা এবং তার প্রতিকারের উপায় জানা।

❑ **প্রযুক্তি শেখা ঃ**

(১) মানচিত্র ঃ
(ক) মানচিত্র আঁকতে ও পাঠ করতে পারা।
(খ) মানচিত্রে ব্যবহৃত প্রচলিত চিহ্নসমূহ জানা।

(২) কম্পিউটার জ্ঞান ঃ
(ক) কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কোনগুলো তা বলতে পারা।
(খ) হার্ডওয়্যার গুলো কোনটি কি কাজে লাগে তা বলতে পারা।

❑ **গান জানা ঃ স্কাউট সিডির পরের তিনটি গান গাইতে পারা।**

❑ **ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ ঃ কমপক্ষে ১২-১৫টি ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ করা।**

সার্ভিস ব্যাজ

(সময়কাল ৬-৯ মাস)

❑ **স্কাউট আদর্শ ঃ**

(১) সাংগঠনিক জ্ঞান ঃ

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জানা।

(২) বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক অংকন ও ব্যাখ্যা করতে পারা।

(৩) ধর্মপালন ঃ

ক. নিয়মিত নিজ নিজ ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা।

খ. নিজ নিজ ধর্মীয়বিধান অনুসারে মৃত ব্যক্তির সৎকার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

❑ **স্কাউট দক্ষতা ঃ**

(১) দড়ির কাজ ঃ

(ক) শেয়ার লেগ এবং ট্রাসেল তৈরি ও ব্যবহার জানা।

(২) কোড ও সাইফার ঃ

(ক) কোড, সাইফার ও ডিকোড কি এ সম্পর্কে জানা।

(খ) বদলা সাইফার, উল্টা হরফ পদ্ধতি, জায়গা বদল পদ্ধতিতে কোড ডিকোড করতে পারা।

(৩) স্কাউট পতাকা ঃ

(ক) বাংলাদেশ স্কাউটস এর পতাকা (উপজেলা থেকে জাতীয়) আঁকতে ও এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারা।

(৪) অনুমান ঃ

কম্পাসের সাহায্য ছাড়া অন্যকোন পদ্ধতিতে দিনে ও রাতে সঠিকভাবে দিক নির্ণয় করতে পারা।

(৫) সংকেত ঃ

সিমাফোর পদ্ধতিতে সংকেত প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারা।

(৬) উপস্থিত বক্তৃতা ঃ

৩ মিনিট ইংরেজীতে যে কোন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে পারা।

❑ **জীবন শিক্ষা ও সমাজ সেবা ঃ**

(১) স্কাউট সেবা ঃ

(ক) কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, আর্সেনিক, পোলিও, ডেঙ্গু ইত্যাদি সমসাময়িক রোগের কারণ ও প্রতিকার জানা এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রচার ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের কমপক্ষে একটি কাজে অংশগ্রহণ।

(খ) স্কাউট কার্যাবলীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণ।

(২) বিভিন্ন মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ ও সচেতনতা ঃ

(ক) বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানা।

(খ) নিজ পরিবারে মাদকদ্রব্য থেকে দূরে থাকার সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(গ) নিকটস্থ প্রতিবেশীকে মাদকদ্রব্য থেকে দূরে থাকার জন্য সচেতন করা।

(৩) সঞ্চয় ঃ প্রতিমাসে কমপক্ষে ২০ টাকা সঞ্চয় করতে পারা।

❑ **স্বদেশ সংস্কৃতি ও পরিবেশ ঃ**

(১) পরিবেশ ঃ

একটি রিং ও একটি স্ল্যাবের মাধ্যমে স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরির কৌশল সম্পর্কে জানা।

(২) সরকারের গঠন ও কার্যাবলী ঃ

বাংলাদেশ সরকারের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন

(৩) শব্দ দূষণ ঃ

(ক) শব্দ দূষণ কি এবং শব্দ দূষণের কারণ সম্পর্কে জানা।

(খ) শব্দ দূষণের প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

❑ **প্রযুক্তি শেখা ঃ**

(১) ধোঁয়াবিহীন উন্নত চুলা তৈরির কৌশল সম্পর্কে জানা এবং ব্যবহার করতে পারা।

(২) কম্পিউটারের সাধারণ বাহ্যিক হার্ডওয়্যার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও তাদের কাজগুলো বলতে পারা।

❑ **গান জানা ঃ স্কাউট সিডির পরের দুইটি গান গাইতে পারা।**

❑ **ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ ঃ কমপক্ষে ১২-১৫টি ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ করা।**

প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড
(সময়কাল ৪-৬ মাস)

- **স্কাউট আদর্শ ঃ**
  (১) বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সাংঠনিক কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন
  (২) ধর্ম পালন ঃ (ক) নিয়মিত নিজ নিজ ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা।
  (খ) নিজ ধর্ম অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে সহায়তা করা।

- **স্কাউট দক্ষতা ঃ**
  (১) দড়ির কাজ ঃ
  (ক) পোল মাংকি ব্রীজ ও ট্রান্সপোর্টার তৈরি করতে পারা।
  (২) কোড ও সাইফার ঃ (ক) বদলা জটিল সাইফার পদ্ধতি, চাবি শব্দ ও চাবি অক্ষর পদ্ধতিতে সংবাদ আদান প্রদান করতে পারা।
  (৩) সংকেত ঃ মোর্স কোড পদ্ধতিতে সংকেত প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারা।

- **জীবন শিক্ষা ও সমাজ সেবা ঃ**
  (১) পরিকল্পনা প্রস্তাব ঃ ইউনিটের ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব তৈরি করতে পারা এবং সে অনুযায়ী ক্যাম্প আয়োজনে সহায়তা করা।
  (২) মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ ঃ মাদকাশক্তির কুফল সম্পর্কে জানা এবং এ সম্পর্কিত সচেতনতামূলক অন্তত ঃ ১টি কর্যক্রমে অংশগ্রহণ।
  (৩) ব্যবহারিক জ্ঞান ঃ সাঁতার জানা।

- **স্বদেশ, সংস্কৃতি ও পরিবেশ ঃ**
  (১) সাংগঠনিক জ্ঞান ঃ জাতিসংঘ ও তার শাখাগুলোর গঠন ও কাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।
  (২) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঃ নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ ও বর্ণনা করতে পারা।

- **প্রযুক্তি শেখা ঃ**
  (১) বিকল্প জ্বালানী (যেমন-বায়োগ্যাস/সোলার প্যানেল/সৌরচুল্লী ইত্যাদি) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।
  (২) তথ্য প্রযুক্তি ঃ (ক) সংবাদ আদান-প্রদানের ৫টি মাধ্যম সম্বন্ধে ধারণা লাভ।
  (খ) ইন্টারনেট কি ও তার সুবিধাসমূহ জানা।

- গান জানা ঃ **স্কাউট সিডির পরের দুইটি গান গাইতে পারা।**

- ট্রুপ মিটিং-এ **অংশগ্রহণ ঃ কমপক্ষে ৮টি ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ করা।**

পারদর্শিতা ব্যাজ গ্রুপ ও ব্যাজের নাম

(ক) চেতনা গ্রুপ

১) নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা ২) ফার্স্ট এইড ৩) পাইওনিয়ার ৪) ক্যাম্পিং

(খ) ব্যক্তিগত দক্ষতা গ্রুপ

১) বিশ্ব বন্ধুত্ব ২) চিত্ত বিনোদন ৩) দোভাষী ৪) সাংবাদিকতা ৫) বক্তৃতা ৬) সম্পাদকের কাজ ৭) দর্জির কাজ ৮) বই বাঁধাই ৯) সংগ্রহের কাজ ১০) আলোকচিত্রী ১১) যন্ত্রসংগীত শিল্পী ১২) সংগীত শিল্পী ১৩) লাইব্রেরিয়ান ১৪) নৃত্য শিল্পী ১৫) বির্তাকিক ১৬) ক্ষুদে বিজ্ঞানী ১৭) চিত্র শিল্পী ১৮) ক্বেরাত ১৯) অভিনয় শিল্পী।

(গ) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ গ্রুপ

১) পতঙ্গ পর্যবেক্ষণ ২) পাখি পর্যবেক্ষণ ৩) মাটি ও পানি সংরক্ষণ ৪) উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ ৫) পরিবেশ রক্ষা ৬) বিশ্ব সংরক্ষণ

(ঘ) আনন্দ গ্রুপ

১) শরীর চর্চা ২) খেলাধুলা ৩) সাইকেল চালনা ৪) অ্যাডভেঞ্চার ৫) রান্না ৬) এরোবিক্স।

(ঙ) গৃহশিল্প গ্রুপ

১) উলের কাজ ২) সুই সুতার কাজ ৩) গৃহসজ্জার কাজ ৪) খাদ্য সংরক্ষণ ৫) মডেল তৈরি ৬) বস্ত্র ছাপা ৭) ফুল তৈরি।

(চ) গাছের যত্ন গ্রুপ

১) কৃষি ২) নারকেল উৎপাদন ৩) বনায়ন ৪) সবজী বাগান ৫) ফুলের বাগান ৬) ফলের চাষ ৭) বৃক্ষ রোপন ৮) ফসলের পোকা ধ্বংস ৯) শস্য উৎপাদন ১০) বীজের পরিচিতি।

(ছ) কারুশিল্প গ্রুপ

১) বাঁশের কাজ ২) চীনা মাটির কাজ ৩) নারকেল শিল্প ৪) পাট শিল্প ৫) চামড়া শিল্প ৬) রাজমিস্ত্রি ৭) রং মিস্ত্রি ৮) মৃৎ শিল্প ৯) ভাস্কর্য ১০) ঝিনুক শিল্প ১১) তাঁত শিল্প ১২) কাঠ শিল্প।

(জ) প্রাণীর যত্ন গ্রুপ

১) মৌমাছি পালন ২) হাঁস পালন ৩) মুরগী পালন ৪) মাছের চাষ ৫) গবাদি পশু পালন ৬) কবুতর পালন ৭) রেশম চাষ ৮) এ্যাকোরিয়ামে মাছ পালন ৯) প্রাণী পোষা।

(ঝ) স্বাস্থ্য ও জনসেবা গ্রুপ

১) জনস্বাস্থ্য ২) ব্লাড ব্যাংক ৩) চক্ষু ব্যাংক ৪) চক্ষু শিবির ৫) স্বাস্থ্য সচেতনতা ৬) আগুন নেভানো ৭) উদ্ধার কাজ ৮) ঘরবাড়ী মেরামত ৯) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ১০) সমাজসেবা।

(ঞ) প্রযুক্তি গ্রুপ

১) সেচের পাওয়ার পাম্প ঠিক করা ২) পানির কল মেরামত ৩) বৈদ্যুতিক কাজ ৪) মোটর মেরামত ৫) পাইপ মিস্ত্রি ৬) রেডিও মেরামত ৭) সেলাই মেশিন মেরামত ৮) কম্পিউটার ব্যবহারকারী ৯) কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ১০) কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ১১) মোবাইল ফোন মেরামতকারী।

(ট) নৌ কুশলী গ্রুপ

১) দাঁড়ের নৌকা চালনা ২) পালের নৌকা চালনা ৩) ভেলা তৈরি ৪) ককসান ডিউটি ৫) শিপস হাজবেন্ড্রী ৬) নৌ বাহিনী সংগঠন ৭) নাবিক ৮) বোট রেস ৯) সী গেমস ১০। স্কোয়াড ড্রিল ১১) নক্ষত্রবিদ ১২) আবহাওয়াবিদ ১৩) উপকূল রক্ষী ১৪) রিগিং।

(ঠ) এয়ার কুশলী গ্রুপ

১) বিমান শিক্ষানবীশ ২) বিমান লোগো ৩) বিমান পর্যবেক্ষক ৪) বিমান নকশাকারী ৫) বিমান ইতিহাসবিদ ৬) বিমান মেকানিক ৭) এয়ার নেভিগেটর ৮) বিমান আবহাওয়াবিদ ৯) বিমান নক্ষত্রবিদ ১০) বিমান সনাক্তকারী ১১) বিমান বাহিনী সংগঠন

(ড) রেলওয়ে কুশলী গ্রুপ

১) রেলওয়ে সংগঠন ২) রেলওয়ে সংকেত ৩) রেলওয়ে বার্তা ৪) রেলওয়ে যাত্রী সেবা ৫) রেলওয়ে মেকানিক ৬) রেলওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ ৭) রেলওয়ে পরিবহন সেবা।

(ক) চেতনা গ্রুপ

১। নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা

ক) নাগরিকের সংজ্ঞা জানা: বাংলাদেশে নাগরিকত্ব লাভের উপায়সমূহ জানা।

খ) নাগরিকের অধিকার ও কতর্ব্য সম্পর্কে অবগত হওয়া ও উপলব্ধি করতে পারা

গ) বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকতে পারা ও প্রধান নদী, সামদ্রিক বন্দর, বিভাগীয় সদর দপ্তর এবং মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ চিহ্নিত করতে পারা

ঘ) উপমহাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলার দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে জানা।

ঙ) স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বলতে পারা।

চ) বাংলাদেশে বসবাসকারী ৪টি উপজাতীর নাম ও অবস্থানসমূহ জানা।

ছ) যে কোন একটি অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা বা স্কাউট পতাকা উত্তোলনে সাহায্য করা।

২। ফার্স্ট এইড

ক) জ্বর মাপতে জানা, শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা। প্রাথমিক প্রতিবিধানকরীর গুণাবলী জানা।

খ) কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া স্বাভাবিক করার কমপক্ষে ৩টি কৌশল জানা ও ১টি প্রদর্শন করতে পারা।

গ) ক্ষুদ্র ক্ষত যেমন-ছিলে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, কেটে যাওয়া, বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়ার তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান সম্পর্কে জানা।

ঘ) নাক দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করার কৌশল প্রদর্শন করতে পারা।

ঙ) নিজে এবং অন্য একজন স্কাউটের সহযোগিতায় রোগী বহন করার কমপক্ষে ৩টি কৌশল প্রদর্শন করতে পারা। রোগী বহনের জন্য স্ট্রেচার তৈরির ২টি পদ্ধতি জানা।

চ) সাপে কাটার তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান প্রদর্শন করতে পারা।

ছ) ধমনী ও শিরা হতে রক্তপাত বন্ধ করার কৌশল প্রদর্শন করতে পারা।

ঞ) প্রাথমিক প্রতিবিধানের কাজে ত্রিকোণী ও রোলার ব্যান্ডেজ ব্যবহার করতে পারা।

ট) ফার্স্ট এইড বক্স-এর কিটসগুলোর ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পর্কে জানা।

ঠ) ব্লাড প্রেসার মাপতে জানা।

৩। পাইওনিয়ার

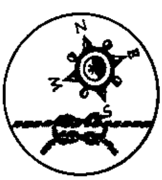

ক) দড়ির বিভিন্ন অংশের নাম জানা ও চিহ্নিত করতে পারা।

খ) দড়ির সাহায্যে নিম্নলিখিত গেরোগুলো বাঁধতে এবং এগুলোর সঠিক ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারা; বোলাইন অন দি বাইট, ক্যাটস প, স্লিপারী শীট বেন্ড, মারলাইন স্পাইক হিচ, ওয়েস্ট কান্ট্রি হুইপিং, স্কয়ার বো, ফায়ার ম্যান্স চেয়ার নট, ফিশার ম্যান্স নট, স্ক্যাফোল্ড হিচ, ড্র হিচ।

গ) ওয়াচিং টাওয়ার ও ট্রাইপড ফ্ল্যাগ পোল তৈরিতে অংশগ্রহণ।

ঘ) হাইক রুট তৈরি করতে জানা।

ঙ) ফিল্ডবুক ও ট্র্যাকিং সাইন অনুসরণ করে যে কোন একটি হাইকে অংশগ্রহণ।

চ) হাইক রিপোর্ট এবং কনভেনশনাল সাইন ব্যবহার করে সঠিক পদ্ধতিতে ঐ হাইকের ম্যাপিং করতে পারা।

৪। ক্যাম্পিং

ক) উপদলের ৩ দিনের ক্যাম্পের জন্য পরিকল্পনা বাজেট, প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা তৈরি করতে পারা।

খ) সাধারণত ব্যবহৃত তাঁবুর বিভিন্ন অংশের নাম জানা।

গ) ১। সাধারণত ব্যবহৃত তাঁবু খাটাতে ও সুন্দরভাবে ভাঁজ করতে পারা। ২। বিভিন্ন সময়ে তাঁবুর যত্ন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। (টাঙ্গানো ও ভাঁজ অবস্থায়)

ঘ) ক্যাম্পে রান্নার জন্য মাটির চুলা সঠিক অবস্থানে তৈরি করতে পারা।

ঙ) রান্নার জন্য আগুন জ্বালানো ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

চ) আটজনের উপযোগী ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, ভাজি, চা ইত্যাদি রান্না করতে পারা।

ছ) পর্যায়ক্রমিকভাবে কমপক্ষে ৬ রাতের শিবির বাসের অভিজ্ঞতা অর্জন।

(খ) ব্যক্তিগত দক্ষতা গ্রুপ

১। বিশ্ব বন্ধুত্ব

ক) ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো ও এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জানা।

খ) স্কাউটিং আছে এমন তিনটি দেশের ইতিহাস, কৃষ্টি, ভূ-প্রকৃতি, ভাষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, খাদ্য ইত্যাদি সম্পর্কে জানা।

গ) যে কোন বিদেশী স্কাউটের সাথে এক বছর ধরে পত্রালাপের মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তার সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা।

২। চিত্ত বিনোদন

ক) আবৃত্তি, গান, গল্প, অভিনয়, নাচ, কেরিকেচার ইত্যাদি যে কোন একটি বিষয়ে তিন মিনিট পর্যন্ত দর্শকদের চিত্ত বিনোদন করতে পারা।

৩। দো ভাষী

ক) মাতৃভাষা ছাড়া যে কোন ভাষায় পাঁচ মিনিট অন্য কোন ব্যক্তির সাথে সহজভাবে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারা।

খ) পরীক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত স্কাউটিং বিষয়ের উপর দু'শ শব্দ বিশিষ্ট একটা প্রবন্ধ নিজ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় লিখতে পারা।

গ) অনির্ধারিত ৫ মিনিটের প্রস্তুতিতে ইংরেজীতে ৩ মিনিট বক্তৃতা দিতে পারা।

৪। সাংবাদিকতা

ক) যে কোন স্কাউট কার্যক্রমের উপর কোন মাসিক বা কোন দৈনিক কাগজের জন্য রিপোর্ট তৈরি করতে পারা।

খ) ছাপার কাজে ব্যবহৃত যে কোন চার ধরনের টাইপের নাম জানা।

গ) ছাপার কাজে ব্যবহৃত যে কোন চার প্রকার পয়েন্টের টাইপ চিহ্নিত করতে পারা।

ঘ) ছাপার কাজে ব্যবহৃত প্রুফ দেখার সংকেত ব্যবহার করতে পারা।

ঙ) মাসিক অগ্রদূত পত্রিকায় নূন্যতম ১টি সংখ্যায় কোন রিপোর্ট পাঠানো ও তা ছাপানো নিশ্চিত করা।

৫। বৃক্তৃতা

ক) কোন সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করার পর একজন সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার কৌশল প্রদর্শন করতে পারা।

খ) কমপক্ষে দশজন শ্রোতার সামনে যে কোন পূর্ব প্রস্তুত বিষয়ের উপর সাত মিনিট বক্তৃতা করতে পারা।

গ) পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া পাঁচ মিনিটের নোটিশে যে কোন বিষয়ের উপর তিন মিনিট বক্তৃতা করতে পারা।

৬। সম্পাদকের কাজ

ক) বাংলাদেশ স্কাউটস, আঞ্চলিক স্কাউটস, জেলা স্কাউটস, থানা স্কাউটস, উপজেলা স্কাউটস ও গ্রুপ স্কাউট এর প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান।

খ) স্কাউটারস কাউন্সিল, উপদল নেতা কাউন্সিল ও উপদল পরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান।

গ) একশত শব্দ বিশিষ্ট কোন ইংরেজী বা বাংলা অনুচ্ছেদ ইংরেজী বা বাংলায় দশ মিনিটে টাইপ কম্পোজ করতে পারা। অথবা পরীক্ষকের সামনে বসে একশত পঞ্চাশ শব্দ বিশিষ্ট যে কোন প্রবন্ধ বাংলায় বা ইংরেজীতে লিখতে পারা।

ঘ) যে কোন মিটিং এর কার্যাবলী রেকর্ড করে রাখতে পারা।

ঙ) সভা আহ্বান করার জন্য সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করে একটা সভার নোটিশ লিখতে পারা।

৭। দর্জির কাজ

ক) নিজের জন্য স্কাউট পোশাক অথবা অন্য কোন শার্ট ও প্যান্ট বা সালোয়ার-কামিজ এর কাপড় সুন্দরভাবে কেটে তা মেশিনে সেলাই করতে পারা।

খ) কোন প্যান্ট, শার্ট বা সালোয়ার-কামিজ এর কোন ছোট্ট ছিদ্র সুন্দরভাবে রিপু করতে পারা।

গ) বোতাম ঘর তৈরি করতে পারা।

৮। বই বাঁধাই

ক) বই বিভিন্ন সুই-সুতার সাহায্যে সেলাই করে তার উপর পিসবোর্ড এবং পার্শ্বে কাপড় দিয়ে সুন্দরভাবে বাঁধাই করতে পারা।

খ) বই বাঁধাই এর জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জামের নাম জানা ও তা ব্যবহার করতে পারা।

৯। সংগ্রহের কাজ

ক) বাংলাদেশসহ যে কোন পাঁচটি দেশের কমপক্ষে পঞ্চাশটি ডাক টিকেট সংগ্রহ, সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং সংগৃহীত ডাক টিকেট যে দেশের সে দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম বলতে পারা অথবা পাঁচটি দেশের বিশটি ভিউকার্ড (বিশিষ্ট ব্যক্তি, দর্শণীয় বস্তু, স্থান ইত্যাদি) সংগ্রহ এবং সংগৃহীত ভিউকার্ড যে দেশের সে দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম বলতে পারা।

খ) যে কোন পাঁচটি দেশের মুদ্রা সংগ্রহ এবং ঐ সব দেশের রাজধানীর নাম জানা।

১০। আলোকচিত্রী

ক) যে কোন ক্যামেরার সাহায্যে একটা চলমান ও একটি স্থির জিনিসের ছবি তুলতে পারা।

খ) ক্যামেরার ফোকাসিং লেন্সের সাহায্যে কোন লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করতে পারা অথবা দূরত্ব অনুযায়ী কোন ক্যামেরার লেন্স সেট করতে পারা।

গ) আবহাওয়া ও আলোর তারতম্য হেতু ক্যামেরার লেন্স ও সাটার স্পীড সেট করতে পারা।

ঘ) ছবির কম্পোজিশন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে মূল্যায়নকারী কর্তৃক নির্বাচিত যে কোন ছয়টি ছবির সঠিক মূল্যায়ন করে ছবির গুণগত মান অনুসারে ছবিগুলিকে ক্রমিক অনুসারে সাজাতে পারা।

ঙ) ক্যামেরার বিভিন্ন অংশের নাম জানা
চ) ফিল্ম ও ব্যাটারী ভরতে জানা।

১১। যন্ত্র সংগীত শিল্পী

ক) গানের সুর, তাল, লয়, সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা।
খ) অন্তরার সংজ্ঞা বলতে পারা।
গ) কোন বাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন একটি গান গাইতে পারা অথবা বাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন একটি গানের সুর বাজাতে পারা।

১২। সংগীত শিল্পী

ক) যে কোন সংগীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা বিশেষজ্ঞের প্রত্যায়নপত্র প্রদর্শন করতে পারা।
খ) কমপক্ষে একটি সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রণের সার্টিফিকেট প্রদর্শন করতে পারা।
গ) মূল্যায়নকারীর সামনে গান উপস্থাপনা করতে পারা।

১৩। লাইব্রেরিয়ান

ক) লাইব্রেরিতে বই সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের নিয়মাবলী জানা।
খ) কোন লাইব্রেরীতে বা স্কাউট ডেনে দুইমাস অবসর সময়ে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা অথবা নিজের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী গড়ে তোলা। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের প্রত্যয়ন প্রদর্শন করতে পারা।

১৪। নৃত্য শিল্পী

ক) যে কোন প্রকার নৃত্যের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ এবং সার্টিফিকেট প্রদর্শন করতে পারা।
খ) কমপক্ষে একটি নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সার্টিফিকেট প্রদর্শন করতে পারা।

১৫। বির্তাকিক

ক) কমপক্ষে একটি বির্তক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সার্টিফিকেট প্রদর্শন করা।
খ) যে কোন তিন প্রকার বিতর্কের নিয়ম অনুযায়ী বিতর্ক করতে পারা।
গ) মূল্যায়নকারী কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মে অন্যান্যদের সাহায্য নিয়ে দুই মিনিটের একটি প্রীতি বিতর্ক উপস্থাপন করতে পারা।

১৬। ক্ষুদে বিজ্ঞানী

ক) যে কোন একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সার্টিফিকেট প্রদর্শন করতে পারা।

খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়টি উপস্থাপন ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে পারা।

১৭। চিত্র শিল্পী

ক) জল রং, তেল রং, স্কেচ ইত্যাদি যে কোন একটি মাধ্যমে চিত্রাংকন করতে পারা।

খ) কোন নির্দিষ্ট বিষয় দেখে আঁকতে পারা।

গ) কমপক্ষে একটি চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সার্টিফিকেট প্রদর্শন করা।

১৮। ক্বেরাত

ক) তর্জমাসহ কোরআন শরীফের কমপক্ষে তিনটি আয়াত সঠিকভাবে তেলাওয়াত করতে পারা।

খ) কমপক্ষে ১টি ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সার্টিফিকেট প্রদর্শন করতে পারা।

১৯। অভিনয় শিল্পী

ক) যে কোন একটি নাট্য দলের সাথে থাকার লিখিত সনদ প্রদর্শন করতে পারা।

খ) যে কোন মাধ্যমে কমপক্ষে একটি নাটকে অভিনয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

(গ) প্রকৃতি পর্যবেক্ষন গ্রুপ

১। পতঙ্গ পর্যবেক্ষণ

ক) যে কোন পাঁচটি পতঙ্গের নাম জানা।

খ) যে কোন দুইটি পতঙ্গের জীবন-বৃত্তান্ত জানা।

গ) ফসলের শত্রু নামে পরিচিত যে কোন তিনটি পতঙ্গের নাম জানা।

ঘ) মানুষের উপকারে আসে এমন দুইটি পতঙ্গের নাম জানা।

ঙ) এমন দুইটি পতঙ্গের নাম জানা যার ডিম অথবা শুককীট মাছ ধরার জন্য টোপ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

২। পাখি পর্যবেক্ষণ

ক) বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় যে সব পাখি সচরাচর দেখা যায় তার যে কোন দশটি পাখিকে চিহ্নিত করতে পারা।

খ) যে কোন তিনটি পাখির জীবন-বৃত্তান্ত জানা।

গ) মানুষের মত কথা বলতে শেখে এমন তিনটি পাখির নাম জানা।

ঘ) যে কোন তিনটি শিকারী পাখির নাম জানা।
ঙ) ফসলের ক্ষতি করে এমন দুইটি পাখির নাম জানা।
চ) যে কোন চারটি পাখির ডাক অনুকরণ করতে পারা।

৩। মাটি ও পানি সংরক্ষণ

ক) মাটি ও পানির উপাদান ও প্রকার ভেদ জানা।
খ) মাটির অপচয় ও উর্বরতা শক্তি হ্রাসের কারণ এবং অপচয় রোধের নিয়ম জানা।
গ) মাটি ক্ষয়ের কারণ ও প্রতিরোধের উপায় জানা।
ঘ) কোন মাটিতে কি ধরনের ফসল ভাল জন্মে তা জানা।
ঙ) পানি দূষিত হওয়ার কারণগুলি জানা এবং পানি পরিশোধন করার দু'টি পদ্ধতি বলতে পারা।
চ) পানি সংরক্ষণের পদ্ধতি জানা।

৪। উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ

ক) উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ করে বৃক্ষ, গুল্ম ও বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ সনাক্ত করতে পারা।
খ) তিন প্রকার ঔষধি উদ্ভিদ সনাক্ত করে তাদের উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।
গ) দুইটি বিষাক্ত উদ্ভিদ সনাক্ত করতে পারা।

৫। পরিবেশ রক্ষা

ক) গ্রীন হাউস ইফেক্ট (Greenhouse Effect) কি? এর কারণ ও প্রতিকার করার উপায় জানা।
খ) পরিবেশ উন্নয়ন মূলক আন্দোলনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

৬। বিশ্ব সংরক্ষণ

ক) বাংলাদেশে যে সমস্ত গাছপালা ও প্রাণীকূলের আসন্ন বিলোপের আশংকা রয়েছে তাদের তালিকা প্রস্তুত করতে পারা।
খ) নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন ১টি বিষয়ের উপর পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান চালাতে পারা।
১) মৃত্তিকা কি করে গঠিত হয় তা প্রমাণ করতে পারা।
২) কোন স্রোতস্বিনী খাল বা নদী থেকে কিছু পরিমাণ ঘোলা পানি সংগ্রহ করে একটি কাঁচ নির্মিত পাত্রে ছয় ঘণ্টা রেখে কি পরিমাণ মৃত্তিকা তলায় জমেছে তা পর্যবেক্ষণ এবং ঐ মৃত্তিকা কোথা থেকে কিভাবে উদ্ভব হয়েছে তা অনুমান করতে ও অনুমানের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারা।

৩) কমপক্ষে এক মাস যাবৎ স্বীয় এলাকার আবহাওয়ার তাপমাত্রা ও আদ্রতা, বায়ুর গতি ও দিক, সূর্যকিরণ, বৃষ্টিপাত, কুয়াশা ইত্যাদির দৈনিক বিবরণ রক্ষা করা এবং রক্ষার প্রমাণ দেখাতে পারা।

৪) দু'টি আলাদা টবের একটিতে মৃত্তিকার উপরিভাগে দু'টি এবং অন্যটির মৃত্তিকার নিম্নভাবে দু'টি করে সীম বীজ বপন করে একমাস উভয়ের যত্ন করতে পারা এবং ১) দু'টি টবের বীজ থেকে চারা জন্মানো ও বাড় বৃদ্ধির পার্থক্য ও ২)দু'টি আকৃতিগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলে তার সঠিক বিবরণ দিতে পারা।

(ঘ) আনন্দ গ্রুপ

১। শরীর চর্চা

ক) স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্তক কর্তৃক প্রবর্তিত শরীর চর্চার পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রদর্শন করতে পারা।

খ) বুক স্ফীত হয় এমন একটি খোলা হাতের ব্যায়াম প্রদর্শন করতে পারা।

গ) উরু এবং পায়ের মাংসপেশী শক্ত হয় এমন একটা খোলা হাতের ব্যায়াম প্রদর্শন করতে পারা।

ঘ) সঠিকভাবে স্কিপিং করতে পারা।

২। খেলাধুলা

ক) ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, ক্রিকেট অথবা কাবাডি খেলার মাঠের বা কোর্টের সঠিক মাপ বলতে পারা।

খ) ফুটবল খেলায় ফাউল কিভাবে হয় অথবা ব্যাডমিন্ট খেলায় ক্যারেট কিভাবে হয় অথবা ক্রিকেট খেলায় এল,বি,ডাব্লিউ কিভাবে হয় অথবা কাবাডি খেলায় দম দেয়া অবস্থায় কোন খেলোয়াড় কিভাবে আউট হয় বলতে পারা।

গ) কোন দলের হয়ে কোন প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল অথবা ক্রিকেট অথবা ব্যাডমিন্টন অথবা কাবাডি খেলায় অংশগ্রহণ।

৩। সাইকেল চালনা

ক) সাইকেলের বিভিন্ন অংশের নাম জানা।

খ) যে কোন দিক হতে সাইকেলে চড়তে এবং সঠিকভাবে দুইশত গজ চালাতে পারা।

গ) প্রচলিত সাধারণ ট্রাফিক আইন জানা।

ঘ) সাইকেলের টায়ার, টিউব, বেল অথবা কেরিয়ার খুলে আবার তা স্বস্থানে লাগাতে পারা।

ঙ) টিউবের ছোট ছোট ছিদ্র সারতে জানা।

৪। অ্যাডভেঞ্চার

ক) গ্রুপ কার্যালয়ের চতুর্দিকে অন্তত দুই মাইল এলাকার একটি মানচিত্র তৈরি করে তাতে এলাকার রাস্তা-ঘাট, নদী নালা প্রভৃতির অবস্থান সঠিকভাবে প্রদর্শন করতে পারা।

খ) কমপক্ষে তিন জায়গায় ১০ দিনের তাঁবুবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

গ) নিজ এলাকায় আকর্ষণীয় বা ঐতিহাসিক কোন স্থানে ভ্রমণ করে সে সম্পর্কে লিখিত রিপোর্ট দেয়া।

ঘ) ভ্রমণে প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা প্রস্তুত করতে পারা।

৫। রান্না

ক) সাধারণ রান্না ব্যতিত অন্য কোন প্রকারের বিশেষ খাদ্য রান্না করতে পারা।

খ) রান্নার সাথে খাদ্য সজ্জা ও পরিবেশনা করতে পারা।

গ) উপমহাদেশীয় যে কোন এক প্রকার রান্না করে পরিবেশন করতে পারা।

ঘ) বিভিন্ন দেশের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানা ও তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

৬। এরোবিক্স

ক) এরোবিক্স এর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যায়াম প্রদর্শন করতে পারা।

খ) কোন ব্যায়াম শরীরের কোন অংশের জন্য কার্যকর সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা করতে পারা।

গ) ক্যাম্প, সমাবেশ, জাম্বুরীতে এরোবিক্স কার্যক্রমে অংশ-গ্রহণ করা।

(ঙ) গৃহশিল্প গ্রুপ

১। উলের কাজ

ক) উল কাটা দিয়ে টুপি/মোজা/হাফ সুয়েটার/মাফলার বুনন করতে পারা।

খ) ক্রুশ কাটা দিয়ে টুপি/লেস/চুলের ব্যান্ড/অলংকার ইত্যাদি তৈরি করতে পারা।

২। সুঁই সুতার কাজ

ক) সাধারণ কাঁথা/নকশী কাঁথা সেলাই করতে জানা।

খ) সুই সুতা দিয়ে পাঁচ ধরণের ফোঁড় ডিজাইন সেলাই করতে পারা।

গ) টেবিল ক্লথ/বিছানার চাদর/বালিশের কভার/ফ্রক-এ ডিজাইন করে সুন্দরভাবে সুই সুতা দিয়ে এ্যামব্রয়ডারী করতে পারা।

৩। গৃহ সজ্জার কাজ

ক) নিজের ঘর গুছিয়ে রাখা এবং ঘর সাজিয়ে রাখতে পারা।
খ) বিভিন্ন রং ব্যবহার করে আল্পনা তৈরি করতে পারা।
গ) রঙ্গিন কাগজ কাটার পদ্ধতি ও ডিজাইন জানা।
ঘ) কাগজ ও কাপড়ের ফুল তৈরির পদ্ধতি জানা।
ঙ) ইকেবানা পদ্ধতিতে পুষ্প সজ্জা করতে পারা।

৪। খাদ্য সংরক্ষণ

ক) বিভিন্ন মৌসুমী খাদ্য সংরক্ষণের কৌশল জানা।
খ) মৌসুমী ফলমূল দিয়ে টক, মিষ্টি, ঝাল আচার তৈরি করতে পারা।
গ) হালুয়া/সন্দেশ/খোরমা/মোয়া ও দুধরনের পিঠা তৈরি করতে জানা ও সংরক্ষণ করতে পারা।

৫। মডেল তৈরি

ক) কাদা দিয়ে বই, টমেটো, কলা, আম, বেগুন ইত্যাদির (যে কোন একটা) মডেল তৈরি করতে পারা।
খ) সাবান অথবা মোম দিয়ে পাখি, ঘর, মুরগী ইত্যাদির (যে কোন একটি) মডেল তৈরি করতে পারা।
গ) কাঠ খোদাই করে যে কোন একটি জিনিসের মডেল তৈরি করতে পারা।
ঘ) মডেল পলিশিং ও রং করার পদ্ধতি জানা।

৬। বস্ত্র ছাপা

ক) টাই ডাই করতে পারা (তিন ধরনের ডিজাইন উপস্থাপন)।
খ) বাটিক প্রিন্ট করতে পারা (তিন ধরনের ডিজাইন উপস্থাপন)।

৭। ফুল তৈরি

ক) কাগজ, কাপড়, মাটি, মোম, শোলা, ফোম ইত্যাদির যে কোন তিনটি মাধ্যমে ফুল তৈরি করতে পারা।
খ) তৈরিকৃত ফুল সংরক্ষণ পদ্ধতি জানা।
গ) ফুলের আল্পনা তৈরি করতে পারা।

চ) গাছের যত্ন গ্রুপ

১। কৃষি

ক) বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থকরী ও খাদ্য শস্যগুলি চেনা ও নাম জানা। প্রধান প্রধান রবি শস্যগুলির নাম জানা।
খ) ধান, পাট, আখ, চা এবং গম, এগুলির মধ্যে যে কোন তিনটির চাষ পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে জানা এবং ঐ ফসলগুলির ব্যবহার বলতে পারা। এই ফসলগুলির রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জানা।

গ) বাংলাদেশের সেচ পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারা এবং সেচের গুরুত্ব জানা।

ঘ) সবুজ সার ও কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত প্রণালী জানা।

ঙ) বাংলাদেশের প্রচলিত ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির নাম জানা ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারা।

২। নারকেল উৎপাদন

ক) কি ধরণের মাটিতে ভালো নারকেল উৎপাদন হয় বলতে পারা।

খ) নারকেলের চারা লাগানোর জন্য কতদিন আগে গর্ত খুঁড়তে হয় এবং কিভাবে কি কি জিনিস দিয়ে সেই গর্তকে নারকেল লাগাবার জন্য প্রস্তুত করতে হয় তা বলতে পারা।

গ) বছরের কোন সময় নারকেলের চারা লাগাতে হয় বলতে পারা।

ঘ) নারকেল লাগানোর জন্য গর্ত প্রস্তুত করে অন্ততঃপক্ষে একটি নারকেল গাছ লাগিয়ে কমপক্ষে ৩ মাস তার যত্ন নিয়ে গাছকে বাঁচিয়ে রাখা।

৩। বনায়ন

ক) বনকে দেশের অমূল্য সম্পদ বলা হয় কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

খ) গাছ কমে যাওয়ায় দেশের প্রকৃতির উপর কি প্রভাব বিস্তার করে তা বলতে পারা।

গ) দেশের আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের জন্য দেশের মোট জমির কত শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন তা বলতে পারা।

ঘ) বাড়ী অথবা রাস্তার পাশে খোলা জায়গায় অথবা বিদ্যালয়ে যে কোন পাঁচটি ফলবান গাছ লাগানো এবং অন্ততঃপক্ষে ৩ মাস সেই গাছগুলির পরিচর্যা করে গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা।

৪। সবজি বাগান

ক) মৌসুমী ভিত্তিক সবজি নির্বাচন করতে পারা।

খ) সবজি বাগান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম জানা ও সেগুলির ব্যবহার বলতে পারা।

গ) যে কোন তিনটি সবজির প্রধান প্রধান রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জানা।

ঘ) কমপক্ষে পঁচিশ বর্গফুট পরিমাণ একটি বাগান প্রস্তুত করে সেখানে লাল শাক, ডাটা শাক, টমেটো, বেগুন, ঢেড়স, পাতাকপি, ফুলকপি, পুঁইশাক যে কোন দুই প্রকার শাক ও তিন প্রকার সবজি সফলভাবে উৎপাদন করে ছোট সবজি বাগান তৈরি করতে পারা। যাদের জমি নেই বিশেষ করে শহরবাসীদের ক্ষেত্রে টবে যে কোন দু'টো গাছ লাগিয়ে তাতে ফল উৎপাদন করতে পারা।

ঙ) নিজের উৎপাদিত শাক সবজি থেকে কমপক্ষে দুইটির বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে পারা।

৫। ফুলের বাগান

ক) বীজ অথবা চারা অথবা কলম হতে তিন প্রকারের ফুল গাছ মাটিতে বা টবে জন্মাতে পারা।
খ) যে কোন ছয়টি ফুল গাছ চিনতে পারা।
গ) ফুল গাছ তৈরি করার জন্য ষোল বর্গফুট বিশিষ্ট একখণ্ড জমি প্রস্তুত করতে পারা। অথবা দু'টি টবে মাটি নিয়ে তা ফুল চাষের উপযোগী করে তুলতে পারা।
ঘ) কোন কোন মৌসুমে কি কি ফুল হয় তা বলতে পারা।
ঙ) যে কোন চার প্রকারের ফুলের রোগ ও তার প্রতিকারসমূহ জানা।
চ) ফুল চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব সারের ব্যবহার জানা।

৬। ফলের চাষ

ক) বাংলাদেশের সাধারণ ফলগুলির নাম জানা ও চিনতে পারা।
খ) ফল চাষের জন্য জমি প্রস্তুত, সার প্রয়োগ এবং ফলের গাছ রোপন ও পরিচর্যা জানা।
গ) কমপক্ষে পাঁচটি ফলের গাছে ফল ধরা ও ফল পাকার সময় জানা।
ঘ) নিজের বাড়ি বা বিদ্যালয়ে কমপক্ষে দুই প্রকার স্বল্প মেয়াদী যেমন পেয়ারা, আপেলকুল, পেঁপে, কলা, শশা, বাংগি, তরমুজ ইত্যাদি ফলের গাছ লাগিয়ে তাতে সার্থকভাবে ফল উৎপাদন করতে পারা।

৭। বৃক্ষরোপন

ক) বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ফলবান বৃক্ষের নাম বলতে ও চিনতে পারা।
খ) বৃক্ষরোপনের পূর্বে স্থান নির্বাচন, গর্ত তৈরি, সার প্রয়োগ এবং পরিচর্যা সম্পর্কে জানা।
গ) আসবাবপত্র ও গৃহ র্নিমাণের জন্য ব্যবহার করা হয় এমন পাঁচটি গাছের বৃত্তান্ত জানা ও ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারা।
ঘ) একটি নারকেল বা আমের চারা নিজে লাগিয়ে কমপক্ষে ছয় মাস তার পরিচর্যা করা।
ঙ) বিভিন্ন প্রকার কলম বাঁধতে জানা এবং সার্থক ভাবে নিজের হাতে চোখ কলম বা জোড় কলম বেঁধে গাছ লাগাতে পারা।
চ) কোন মাটিতে কী ধরনের গাছ ভালো হয় তা জানা।

৮। ফসলের পোকা ধ্বংস

ক) আমাদের দেশে ধান কি কি পোকায় আক্রান্ত হয় এবং সেই পোকা ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহার করার পদ্ধতি জানা।

খ) আমাদের দেশে পাট কি কি পোকায় আক্রান্ত হয় এবং এই পোকা ধ্বংস করার জন্য কি কি ঔষধ ব্যবহার করা হয় জানা

গ) আমাদের দেশে রবি শস্য যেমন–গম, সরিষা, আলু, ভুট্টা বিভিন্ন প্রকার ডাল কি কি পোকায় আক্রান্ত হয় এবং এই পোকা ধ্বংস করার জন্য কি কি ঔষধ ব্যবহার করতে হয় তা জানা।

৯। শস্য উৎপাদন

ক) আমাদের দেশে কৃষি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন নিড়ানী, কাস্তে/কাঁচি, আচড়া, লাংগল, মই, মজুর ইত্যাদির সঠিক ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারা।

খ) কোন জমিতে কি ধরনের ফসল ভালো জন্মে তা বলতে পারা।

গ) শস্য উৎপাদনের জন্য কিভাবে জমিকে প্রস্তুত করতে হয় বলতে পারা।

ঘ) আমাদের দেশের যে কোন চারটি শস্য কোন সময় চাষ করা এবং কোন সময় তোলা বা কাটা হয় বলতে পারা।

ঙ) ভালো ফসল পাওয়ার জন্য যে কোন চারটি শস্য উৎপাদনে একর প্রতি সার কি পরিমাণে ব্যবহার করতে হয় তা বলতে পারা।

১০। বীজের পরিচিতি

ক) ৫টি ভিন্ন প্রকার বীজ চিহ্নিত করতে পারা

খ) ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য ও ভালো বীজ সনাক্ত করতে পারা।

গ) বীজ থেকে চারা উৎপাদনের কৌশল জানা ও যেকোন পাঁচটি চারা উৎপাদন করতে পারা।

ঘ) বীজ সংরক্ষণের উপায় জানা।

(ছ) কারুশিল্প গ্রুপ

১। বাঁশের কাজ

ক) বাঁশ থেকে চটি ও শলা তৈরি করতে পারা।

খ) বাঁশের শলা ব্যবহার করে যে কোন দুই প্রকার মাছ ধরার যন্ত্র তৈরি করতে পারা অথবা বাঁশের চটা বা আগা দিয়ে ছিপ তৈরি করতে পারা।

গ) বাঁশের সাহায্যে অ্যাশট্রে, ফুলদানী, গ্লাস, খেলনা, নৌকা, কলমদানী, স্কেল ইত্যাদি যে কোন দুইটি তৈরি করতে পারা।

ঘ) বাঁশের সাহায্যে একটি বই রাখার র‍্যাক অথবা আলনা তৈরি করতে পারা।

ঙ) বাঁশের সাহায্যে মুরগী/পাখির খাঁচা তৈরি করতে পারা।

২। চীনা মাটির কাজ

ক) সফল ভাবে চীনামাটির সাহায্যে একটি চায়ের কাপ,প্লেট তৈরি করার জন্য সঠিক পদ্ধতিতে মাটি তৈরি, মিশ্রণ তৈরি করতে জানা এবং তাতে সাধারণ নকশা করতে পারা।

৩। নারকেল শিল্প

ক) নারকেল গাছের বিভিন্ন অংশ যেমন পাতা, গাছ, নারকেলের খোঁসা, মালা, শাঁস ইত্যাদির ব্যবহার জানা।

খ) নারিকেলের ছোবড়ায় আঁশ দিয়ে সাধারণ দড়ি প্রস্তুত করতে পারা।

গ) নারকেলের পাতা দিয়ে বসার আসন বা চাটাই প্রস্তুত করতে পারা।

ঘ) নারকেলের পাতার শলা দিয়ে ঝাড়ু তৈরি করতে পারা।

ঙ) নাকলের ছোবড়ার আঁশ দিয়ে দেড়ফুট X দেড়ফুট একটি দুই ইঞ্চি পুরু গদি প্রস্তুত করতে পারা।

৪। পাট শিল্প

ক) পাটের সাহায্যে পুতুল তৈরি করতে পারা।

খ) পাটের সাহায্যে একটি দশহাত X আধা ইঞ্চি মোটা ছিকা তৈরি করতে পারা।

গ) পাটের সাহায্যে দড়ি তৈরি করতে পারা।

ঘ) চটের সাহায্যে একটি বাজার করার থলে বা স্কুল ব্যাগ তৈরি করতে পারা।

৫। চামড়া শিল্প

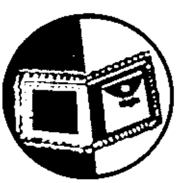

ক) চামাড়া দিয়ে একটি লেডিস হাত ব্যাগ অথবা মানিব্যাগ অথবা পার্স নিজ হাতে তৈরি করতে পারা।

খ) বিভিন্ন প্রকাশের চামড়া চিনতে পারা এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য চামড়া নির্বাচন করতে পারা।

গ) চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত যে কোন দুটি যন্ত্রের নাম জানা এবং তাদের যত্ন নেয়ার পদ্ধতি জানা।

৬। রাজ মিস্ত্রী

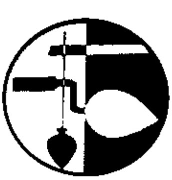

ক) রাজ মিস্ত্রীর কাজে ব্যবহৃত লন, দড়ি, কর্ণিক, উষা ব্যবহার করতে পারা।

খ) সিমেন্ট ও বালি বা কাদা ও অন্ততঃপক্ষে চারটি ইট দিয়ে পাঁচ ফুট লম্বা একটি দেয়াল তৈরি করতে পারা।

৭। রং মিস্ত্রী

ক) যে কোন দুটি রং এর সংমিশ্রণে আরো একটি রং তৈরি করতে পারা।
খ) শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে কোন ঘরের জানালা বা ঘরের দরজার রং পরিষ্কার করতে পারা।
গ) কোন দরজা বা জানালা ব্রাশের সাহায্যে রং করতে পারা।
ঘ) রং এর কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ব্রাশের ব্যবহার জানা।
ঙ) জমে যাওয়া কোন রং তারপিন তেলের সাহায্যে ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে পারা।

৮। মৃৎ শিল্প

ক) মাটির সাহায্যে যে কোন একটা পাত্র বা জিনিস তৈরি করার জন্য পানি দিয়ে মাটিকে কাজের উপযোগী করে তুলতে পারা।
খ) মৃৎ শিল্পের কাজে ব্যবহৃত উপযোগী মাটি সনাক্ত করতে পারা।
গ) মাটি দিয়ে যে কোন পাঁচটি জিনিস তৈরি করতে ও রং করতে পারা।
ঘ) মাটি দিয়ে যে কোন একটা পাত্র, পুতুল অথবা ছাইদানী বা ফুলদানী তৈরি করতে পারা।

৯। ভাস্কর্য

ক) ভাস্কর্য শিল্প কাকে বলে বলতে পারা।
খ) কি কি উপকরণ দিয়ে ভাস্কর্য কাজ করা যায় বলতে পারা।
গ) ভাস্কর্য শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নাম বলতে পারা
ঘ) মাটি বা কাঠ বা প্লাস্টিকের সাহায্যে একটি ভাস্কর্য তৈরি করতে পারা।

১০। ঝিনুক শিল্প

ক) অঞ্চল ভিত্তিক প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাপতি ঝিনুক চিনতে পারা।
খ) ঝিনুকের বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।
গ) গালার সাহায্যে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় ঝিনুক দিয়ে পাঁচ প্রকার জিনিস তৈরি করতে পারা।

১১। তাঁত শিল্প

ক) যে কোন কাউন্টের সুতার সাহায্যে তাঁত দিয়ে কমপক্ষে চল্লিশ ইঞ্চি চওড়া ও দুই গজ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটা কাপড় বুনতে পারা।

খ) তাঁতে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রের নাম জানা ও তা ব্যবহার করতে পারা।

গ) মাকুর মধ্যে সুতার রীল ভরতে পারা।

১২। কাঠ শিল্প

ক) কাঠ অথবা স্ক্রুর কোন ক্ষতি না করে আধা ইঞ্চি মাপের একটা স্ক্রু কাঠে বসাতে পারা।

খ) অন্ততঃপক্ষে তিন ফুট লম্বা ও আধা ইঞ্চি পুরু কোন তক্তাকে হাত করাতের সাহায্যে দাগ বরাবর চিরতে পারা।

গ) রায়েন্দা দিয়ে একটা ছোট কাঠের টুকরো মসৃণ করতে পারা।

ঘ) সূতারের কাজে ব্যবহৃত যে কোন পাঁচটি যন্ত্রের নাম ও ব্যবহার জানা।

ঙ) কাঠের সাহায্যে একটি ছোট পিঁড়ি বা ছোট টুল তৈরি করতে পারা।

(জ) প্রাণীর যত্ন গ্রুপ

১। মৌমাছি পালন

ক) মৌমাছি পালনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির নাম ও ব্যবহার জানা।

খ) বিভিন্ন প্রজাতির মৌমাছির নাম ও জীবন পদ্ধতি জানা।

গ) মৌমাছির চাক থেকে মধু আহরণের কৌশল জানা।

ঘ) মৌমাছির খাদ্য উপাদান জানা এবং যোগানের ব্যবস্থা করা।

ঙ) মৌমাছি পালনের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় জানা।

চ) মৌমাছি পালনের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের শর্তগুলো জানা।

২। হাঁস পালন

ক) বিভিন্ন উন্নত জাতের হাঁসের নাম জানা ও চিহ্নিত করতে পারা।

খ) বিভিন্ন জাতের হাঁসের সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে পারা।

গ) সাধারণত ঃ আমাদের দেশে হাঁস যে যে রোগে আক্রান্ত হয় তার নাম জানা এবং কি কি প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারা।

ঘ) হাঁসের থাকার জন্য কি ধরনের ঘর তৈরি করা উচিত তার বর্ণনা দিতে পারা।
ঙ) কয়টা হাঁসীর জন্য একটি হাঁস পালনের প্রয়োজন তা বলতে পারা।
চ) অন্ততঃপক্ষে তিনটি হাঁস ছয় মাস পর্যন্ত নিজ তত্বাবধানে পালন করতে পারা।

৩। মুরগী পালন

ক) বিভিন্ন উন্নত জাতের মুরগীর নাম জানা ও চিহ্নিত করতে পারা।
খ) বিভিন্ন জাতের মুরগীর সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে পারা।
গ) মুরগীর সাধারণতঃ কি কি রোগ হয় তার নাম জানা।
ঘ) মুরগী যাতে কোন রোগে আক্রান্ত না হয় তার জন্য কি কি প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেয়া যায় তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারা।
ঙ) মুরগীর থাকার জন্য কি ধরেনর ঘর তৈরি করা উচিত তার বর্ণনা দিতে পারা।
চ) কয়টি মুরগীর জন্য একটি মোরগ পালন করা প্রয়োজন তা বলতে পারা।
ছ) অন্ততঃপক্ষে তিনটি মুরগী ছয় মাস পর্যন্ত নিজ তত্বাবধানে পালন করতে পারা।

৪। মাছের চাষ

ক) রুই, কাতল ও মৃগেল মাছ চিনতে এবং এই মাছের চাষ পদ্ধতি সাধারণভাবে বর্ণনা করতে পারা।
খ) মজুদ পুকুর প্রস্তুত প্রণালী জানা এবং মাছের খাদ্য প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।
গ) বাংলাদেশে রুই, কাতল ও মৃগেল মাছের তিনটি ডিম সংগ্রহ কেন্দ্রের নাম বলতে পারা। মাছের ডিম সংগ্রহের সময় জানা।
ঘ) মাছের সাধারণ রোগ ও তা প্রতিকার ব্যবস্থা জানা।
ঙ) রুই, মাগুর ও শিং মাছের চাষ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানার্জন।
চ) মৎস্য খামার পরিদর্শন এবং লগবই সংরক্ষণ।

৫। গবাদি পশু পালন

ক) বাংলাদেশে গৃহ পালিত পশুর নাম জানা।
খ) গৃহপালিত যে কোন পশু প্রধানতঃ যে যে রোগে আক্রান্ত হয় তার নাম ও প্রতিকারের উপায় জানা।
গ) যে কোন দুটি গৃহপালিত পশুর এক দিনের খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে পারা।

ঘ) যে কোন একটি গৃহপালিত পশু ছয় মাস নিজ তত্ত্বাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ ও তার তদারকী করা।

ঙ) প্রধান প্রধান গৃহপালিত পশুর গড় আয়ু কত তা বলতে পারা।

৬। কবুতর পালন

ক) বাড়ীতে পোষা হয় এমন তিনটি বিভিন্ন জাতের কবুতর চিহ্নিত করতে পারা।

খ) নিজ বাড়ীতে ৬ মাস ধরে অন্ততঃপক্ষে ৫টি কবুতর পোষা।

গ) কবুতরের প্রধানতঃ কি কি রোগ হয় এবং ঐ রোগের প্রতিকারের উপায় জানা।

ঘ) একটা কবুতর বছরে কয়বার বাচ্চা দেয় তা জানা।

ঙ) কবুতরের প্রধান খাদ্য কি কি তা বলতে পারা।

৭। রেশম চাষ

ক) রেশম মথের পরিচর্যা পদ্ধতি জানা।

খ) রেশম সংগ্রহ পদ্ধতি জানা।

গ) রেমশ মথের খাবার সম্পর্কে জানা।

ঘ) রেশম চাষ প্রকল্প পরিদর্শনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন।

ঙ) রেশম এর ব্যবহার জানা।

৮। এ্যাকোরিয়ামে মাছ পালন

ক) ছয় মাস অ্যাকোরিয়ামে মাছ পালন করার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

খ) অ্যাকোরিয়াম পরিষ্কার করার পদ্ধতি জানা।

গ) এক সাথে অ্যাকোরিয়ামে চাষ করা যায় না এরকম মাছের নাম জানা।

ঘ) অ্যাকোরিয়াম-এর জন্য উপকারী মাছের নাম জানা।

ঙ) অ্যাকোরিয়ামে চাষ করা যায় এরূপ পাঁচটি মাছের নাম জানা।

চ) অ্যাকোরিয়ামে মাছের খাবার সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

ছ) মাছের সাধারণ রোগ নির্ণয় ও প্রতিকারের উপায় জানা।

৯। প্রাণী পোষা

ক) সাধারণত ঘরে পালন করা যায় এরকম প্রাণীর নাম জানা।

খ) কোন এক ধরণের প্রাণী নিজ তত্ত্বাবধানে ছয় মাস পালন করা।

গ) প্রাণী পালনের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় জানা।

ঘ) ঘরে পালন করা প্রাণীর খাবার সম্পর্কে জানা।

ঙ) ঐ প্রাণীর বিভিন্ন উন্নতজাত সম্পর্কে জানা।

(ঝ) স্বাস্থ্য ও জনসেবা গ্রুপ

১। জনস্বাস্থ্য

ক) নিজ এলাকার হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডাক্তারখানা ইত্যাদির অবস্থান জানা।
খ) মানব দেহের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা।
গ) নিজের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-কানুনগুলি জানা।
ঘ) খাবার স্যালাইন তৈরি করতে পারা।
ঙ) আর্সেনিক সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।

২। ব্লাড ব্যাংক

ক) সুস্থ দুইজন লোককে উদ্বুদ্ধ করে তাঁদের দিয়ে অন্ততঃ একবার কোন ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান করাতে পারা।
খ) রক্তের বিভিন্ন গ্রুপের নাম জানা।
গ) কোন বিশেষ গ্রুপের রক্ত অন্য গ্রুপের রক্তের সাথে মিশে যায় তার নাম জানা।
ঘ) রক্ত প্রাপ্তির স্থান ও রক্ত প্রাপ্তির উপায় জানা।
ঙ) নিজ এলাকার ব্লাড ব্যাংক ও রক্ত দান কেন্দ্রসমূহের নাম জানা।

৩। চক্ষু ব্যাংক

ক) চক্ষু ব্যাংকে চক্ষুদান করার পদ্ধতি এবং চক্ষু ব্যাংকের অবস্থানসমূহ জানা।
খ) কোন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোককে উদ্বুদ্ধ করে মরণোত্তর চক্ষু দান করার লিখিত প্রতিশ্রুতিপত্র আই ব্যাংকে জমা দান।

৪। চক্ষু শিবির

ক) নিজ এলাকার চক্ষুরোগীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।
খ) নিজ এলাকায় অনুষ্ঠিত চক্ষু শিবিরে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অন্ততঃপক্ষে আঠার ঘন্টা অংশগ্রহণ।
গ) সাধারণতঃ কি কি রোগের কারণে কোন চক্ষু রোগীকে অপারেশন করা হয় না সে সম্পর্কে জানা।
ঘ) চোখ অপারেশন করার কত দিন আগে ও পরে রোগীকে শক্ত খাবার খেতে দেয়া হয় না সে সম্পর্কে জানা।
ঙ) চক্ষু শিবিরের সেবক হিসেবে নিজের করণীয় সম্পর্কে জানা।
চ) অন্ততঃপক্ষে পাঁচ জন চক্ষুরোগীকে উদ্বুদ্ধ করে চক্ষু শিবিরে আনা।

৫। স্বাস্থ্য সচেতনতা

ক) স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মকানুন সম্পর্কে ধারণা লাভ।

খ) ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, এইডস, ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন।

১) রোগের লক্ষণ ২) প্রতিরোধের উপায়

গ) ব্লাড প্রেসার মাপতে পারা, পালস্ নিরীক্ষা করতে পারা।

ঘ) কমপক্ষে দুইটি পরিবারের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক যে কোন ১টি প্রচারণায় অংশগ্রহণ।

ঙ) রক্তের সুগার পরিমাপ করতে পারা।

চ) নিজ এলাকার হাসপাতাল, টিকাদান কেন্দ্র এর অবস্থান ও টেলিফোন নম্বর জানা।

৬। আগুন নেভানো

ক) কি কি কারণে আগুন লাগে সে সম্পর্কে জানা।

খ) যাতে হঠাৎ আগুন লেগে না যায় সে সম্পর্কে কি কি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে জানা।

গ) কোন জায়গায় আগুন লেগে গেলে নিজের করণীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জানা।

৭। উদ্ধার কাজ

ক) কমপক্ষে দশ গজ দূরের পানি থেকে কোন ব্যক্তিকে উদ্ধার করার কৌশল প্রদর্শন করতে পারা।

খ) সেফার্স এবং হোলজার-নেলসন পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারা।

গ) কোন রোগীকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করার কৌশল প্রদর্শন করতে পারা।

ঘ) আগুন থেকে কোন ব্যক্তিকে উদ্ধার করার কৌশল প্রদর্শন করতে পারা।

৮। ঘরবাড়ী মেরামত

ক) বাঁশ অথবা কাঠের সাহায্যে সঠিক মাপে চাল তৈরি করতে পারা অথবা পুরাতন চালের অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে নতুন সংযোগ করতে পারা।

খ) ছন/খড়/বিচালী/নারিকেলের পাতা/গোলপাতা দিয়ে ঘর ছাইতে পারা এবং এগুলি ছাওয়ার উপযুক্ত করে আঁটি বাঁধতে জানা।

গ) বাঁশের পোল দিয়ে ঘর সোজা রাখার পদ্ধতি জানা।

ঘ) চাটাই, নারিকেল পাতা, তালপাতা, কাঠের তক্তা, বাঁশের কঞ্চি, পাটকাঠি দিয়ে বেড়া তৈরি করতে জানা।

৯। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ক) দুর্যোগ কি? দুর্যোগ এর প্রকারভেদগুলো জানা।
খ) বাংলাদেশে কখন কি কি দুর্যোগ দেখা দেয় সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।
গ) দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী ব্যবস্থাপা সম্পর্কে জানা।
ঘ) দুর্যোগ মোকাবেলায় যে কোন ৫ জন ব্যক্তিকে সচেতন করা।
ঙ) দুর্যোগ মোকাবেলায় ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক কাজে অংশগ্রহণ।

১০। সমাজসেবা

ক) কচুরিপানা ধ্বংস অভিযান, রাস্তা, পুল, সাঁকো মেরামত, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সেবামূলক কাজে কমপক্ষে বাহাত্তর ঘণ্টা অংশগ্রহণ এবং সঠিকভাবে ডাইরী সংরক্ষণ। মেয়েদের জন্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বা মহল্লায় কমপক্ষে মাসে একবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান করা বা অংশগ্রহণ করা।
খ) ট্রাফিক সপ্তাহ পালনের সময় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে কমপক্ষে চৌদ্দ ঘণ্টা (ব্যক্তিগতভাবে) সহায়তা করা অথবা হাঁস-মুরগী এবং গবাদিপশুর রোগ প্রতিষেধক অভিযানে সাত ঘণ্টা কাজ করা। মেয়েদের জন্য বিভিন্ন দিবসে অংশগ্রহণ এবং কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে সাহায্য করা।
গ) পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা রাখার জন্য এলাকার জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা।

(ঞ) প্রযুক্তি গ্রুপ

১। সেচের পাওয়ার পাম্প ঠিক করা

ক) পাওয়ার পাম্পের প্রধান প্রধান অংশগুলির নাম জানা ও চিনতে পারা।
খ) পাওয়ার পাম্প চালনা করতে পারা।
গ) পাওয়ার পাম্পের সাধারণ অংশগুলি খুলে পুনরায় লাগাতে পারা।
ঘ) কারখানায় নেয়ার প্রয়োজন হয় না এমন সাধারণ ভাবে বিকল হয়ে পড়া পাম্প মেশিন ঠিক করতে জানা।
ঙ) পাওয়ার পাম্পের ফিতা জুড়ে মেশিনে লাগাতে পারা।

২। পানির কল মেরামত

ক) পানির কলের বিভিন্ন অংশের নাম জানা।

খ) পানির কলের বিভিন্ন অংশ খোলার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রের নাম বলা ও তার যথাযথ ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারা।

গ) পানির কলের মাথা খুলে ওয়াসার পরিবর্তন করতে পারা।

৩। বৈদ্যুতিক কাজ

ক) ঘরে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার বিদ্যুতের নাম ও তাদের পার্থক্য বলতে পারা।

খ) দু'টি বৈদ্যুতিক তার একসাথে জোড়া লাগাতে পারা।

গ) ত্রুটিযুক্ত সুইচ, হোল্ডার ও ফিউজ তার পরিবর্তন করতে পারা।

ঘ) কোন হোল্ডারে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগাতে পারা।

ঙ) ঘরে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক মিটার পাঠ করতে ও বিলের হিসাব করতে পারা।

৪। মোটর মেরামত

ক) মোটর গাড়ীর প্রধান প্রধান অংশের নাম ও তাদের কার্যাবলীজানা।

খ) টায়ার ও টিউব খুলতে ও সঠিকভাবে লাগাতে পারা।

গ) প্লাগ পরীক্ষা ও পরিস্কার করতে পারা।

ঘ) কারবোরেটর খুলে পরিস্কার করে তা সঠিকভাবে লাগাতে পারা।

ঙ) গাড়ীর তেল, মবিল, গ্রীজ পরীক্ষা করতে পারা এবং তা প্রয়োজনের সময় বদল করতে পারা।

চ) দেশে প্রচলিত ট্রাফিক আইন ও হাইওয়ে কোড জানা।

৫। পাইপ মিস্ত্রি

ক) সকেটের সাহায্যে একটা পাইপের সাথে অন্য একটি পাইপ জোড়া লাগাতে পারা।

খ) এ্যাংগেলের সাহায্যে দুইটি পাইপ জোড়া লাগাতে পারা।

গ) খারাপ কল পাইপ থেকে খুলে সেখানে নতুন কল লাগাতে পারা।

৬। রেডিও মেরামত

ক) বাড়ীতে ব্যবহৃত রেডিও সেটের সাধারণ ত্রুটি নির্ণয় করে তা মেরামত করতে পারা।

খ) রেডিও কনডেনসার, রেজিস্ট্যান্স ও ট্রান্সফরমারের কার্য সম্পর্কে জানা।

গ) রেডিওর ভিতরের যে কোন তার ঝালাই করে লাগাতে পারা।

ঘ) রেডিও মেরামতের কাজে ব্যবহৃত যে কোন পাঁচটি যন্ত্রের নাম ও তাদের যথাযথ ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারা।

৭। সেলাই মেশিন মেরামত

ক) সেলাই মেশিনের বিভিন্ন অংশের নাম জানা এবং চিনতে পারা।

খ) সেলাই মেশিনের সাধারণ অংশগুলি খুলে পুনরায় লাগাতে পারা।

গ) সেলাই মেশিন যত্ন এবং পরিস্কার করার পদ্ধতি জানা।

৮। কম্পিউটার ব্যবহারকারী

ক) কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করতে পারা।

খ) যে কোন একটি প্রোগ্রামে কাজ করতে পারা।

গ) প্রিন্ট আউট দিতে পারা।

৯। কম্পিউটার হার্ডওয়ার

ক) কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করতে পারা।

খ) ইনপুট ডিভাইস ও আউটপুট ডিভাইস সনাক্ত করতে পারা ও এর পার্থক্য জানা।

গ) নূন্যতম একটি ক্লোন কম্পিউটার এ্যাসেম্বল করতে পারা।

১০। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং

ক) নেটওয়ার্কিং কি? এ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা অর্জন।

খ) LAN, MAN ও WAN সম্পর্কে সাধারণ ধারণা অর্জন এবং কমপক্ষে দুইটি পিসি এর মধ্যে LAN সংযোগ দিতে পারা।

গ) ইন্টারনেট ও ই-মেইল কি তা জানা এবং নিজের ই-মেইল এ্যাড্রেস তৈরি করতে পারা।

ঘ) ওয়েবসাইট সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ। বাংলাদেশ স্কাউটস ও বিশ্ব স্কউটস সহ ৫টি ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে পারা।

ঙ) সার্চ ইঞ্জিন কি তা জানা এবং মূল্যায়নকারী কর্তৃক একটি ওয়েবসাইট ব্রাউজ করে দেখাতে পারা।

১১। মোবাইল ফোন মেরামতকারী

ক) মোবাইলের কেসিং পাল্টাতে জানা।
খ) যাবতীয় সেটিংস দিতে জানা।
গ) মাস্টার রিসের্ট এর সংজ্ঞা জানা ও তা দিতে পারা।
ঘ) PIN ও PUK Code-এর সংজ্ঞা জানা।

(ট) নৌ কুশলী গ্রুপ

১। দাড়ের নৌকা চালনা

ক) দাঁড়ের নৌকার বিবরণ এবং দাঁড় চালনার প্রক্রিয়া জানা।
খ) দাঁড় বেয়ে সঠিকভাবে দুইশত গজ নৌকা চালাতে পারা।
গ) গভীর পানি হতে নৌকায় চড়তে পারা।
ঘ) দাঁড় বাহিত নৌকার হালের সাহায্যে কোন লঞ্চ বা জাহাজের পার্শ্বে জাহাজের সিড়িতে ভিড়াতে পারা।
ঙ) নৌকা হতে চল্লিশ ফুট দূরে লাইফ লাইন নিক্ষেপ করতে পারা।

২। পালের নৌকা চালনা

ক) বিভিন্ন ধরনের পালের নৌকার বিবরণ এবং সেলিং প্রক্রিয়া জানা।
খ) পাল খাটিয়ে কোন নৌকাকে নিরাপদে ঘাটে ভেড়াতে পারা।
গ) পাল তোলা নৌকার বিভিন্ন সরঞ্জামের নাম জানা।
ঘ) পাল তোলা নৌকার পালের সমস্ত সরঞ্জাম খুলে প্যাক করে রাখতে পারা।
ঙ) নৌ পথে চলাচলের নিয়ম কানুন জানা।
চ) গভীর পানিতে নৌকায় চড়তে জানা।

৩। ভেলা তৈরী

ক) কাঠ, কলাগাছ, ক্যানভ্যাস, খালি ড্রাম ইত্যাদি দ্বারা ভেলা তৈরি করতে পারা।
খ) যে কোন ভেলার সাহায্যে দুইশত গজ দুরত্ব অতিক্রম করতে পারা।
গ) বড় মাটির চাড়িতে একটি পুকুর বা খাল অতিক্রম করতে পারা।
ঘ) মোট গাড়ীর দু'টি টিউব ও তক্তার সাহায্যে ভেলা তৈরি করে খাল পার হতে পারা।

৪। ককসান ডিউটি

ক) ককসান কি ও তার কর্তব্য সম্পর্কে জানা।
খ) ককসানের অধীনস্থদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা।
গ) ওয়াচ সিস্টেম কি তা জানা।
ঘ) ককসান হিসেবে পাঁচ দিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা।
ঙ) বোসন পাইপ বাজাতে জানা।

৫। শিপস হাজবেন্ডি

ক) দড়ির যত্ন সম্পর্কে জান।
খ) জাহাজ/নৌকার মরিচা দূরীকরণ ও রং করাতে জানা।
গ) জাহাজের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা।
ঘ) জাহাজে ব্যবহৃত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের নাম জানা ও ব্যবহার করতে পারা।

৬। নৌ বাহিনী সংগঠন

ক) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে জানা।
খ) নৌবাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে জানা।
গ) তিন বাহিনীর তুলনামুলক র‍্যাংক সম্পর্কে ধারণা অর্জন।
ঘ) নৌ স্কাউট পরিবেশ ও তুলনামূলক সংগঠন সম্পর্কে জানা।

৭। নাবিক

ক) সামুদ্রিক মানচিত্রের সাহায্যে নৌ চলাচল পথ নির্দেশ করতে পারা।
খ) বিভিন্ন প্রকার বয়া, আলোক সংকেত, জলসীমা নির্দেশক চিহ্ন, বাতিঘর, সৈকত সীমানা নির্দেশক আলোক চিত্র বুঝতে বলতে পারা।
গ) সাধারণ নৌ বিদ্যা জানা।
ঘ) জলীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে জানা।
ঙ) নৌ পথে জাহাজ চলাচলের নিয়মাবলী জানা।

৮। বোট রেস

ক) দাঁড়ের নৌকা চালাতে পারা।
খ) পালের নৌকা চালাতে পারা।
গ) ককসান ডিউটি জানা।
ঘ) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ (কমপক্ষে পাঁচশত গজ)।

৯। সী গেমস

ক) ফ্রি স্টাইল, ব্যাক স্ট্রোক, ব্রেস্ট স্ট্রোক, বাটার ফ্লাই পদ্ধতির সাঁতার জানা।
খ) উদবিড়াল/হিট দি ডাক খেলাটি খেলতে জানা।
গ) তিমি শিকার ও ওয়াটার পোলো খেলাটি খেলতে জানা।

১০। স্কোয়াড ড্রিল

ক) আটাশটি কমান্ড জানা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রদর্শন করতে পারা।
খ) আট জনের একটি প্যাট্রোলকে প্যারেড ট্রেনিং দিয়ে উত্তীর্ণ করতে পারা।
গ) মুক্ত হস্তে বি.পি-র ছয়টি পিটি প্রদর্শন করতে পারা।
ঘ) প্যারেডের ব্যান্ড বাজাতে পারা।
ঙ) বত্রিশ জনের একটি ট্রুপের প্যারেড কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করতে পারা।

১১। নক্ষত্রবিদ

ক) নকসা, চিত্র বা মডেলের সাহায্যে নক্ষত্র ও গ্রহগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান ও তাদের দৃশ্যমান গতির ব্যাখ্যা প্রদর্শন করতে পারা।
খ) ধ্রুব নক্ষত্র, ক্যাসিওপিয়া, কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমন্ডলের অবস্থান দেখাতে পারা।
গ) রাতের বেলায় নক্ষত্রের সাহায্যে দিক নির্ণয় করতে পারা।
ঘ) সৌরজগত গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ।

১২। নৌ-আবহাওয়াবিদ

ক) নিজের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হতে দৈনিক বায়ুর গতি, তাপমাত্রা, মেঘের নমুনা ও অবস্থান, বায়ুর চাপ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি যে কোন তিনটির কমপক্ষে দুই মাসের আবাহওয়া রেকর্ড রক্ষা করতে পারা। (এইরূপ বিবরণী রক্ষার জন্য বিউফোর্ড লেটার ও সিম্বল ব্যবহার করা যেতে পারা)।
খ) সাধারণ বৃষ্টিমাপক যন্ত্র, বায়ুমান যন্ত্র তৈরি করতে পারা ও নির্ভরযোগ্য সঠিক রেকর্ড সংগ্রহের জন্য এরূপ যন্ত্র কোথায় তা বলতে পারা।
গ) বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি ও কুয়াশার গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারা।

ঘ) বিপদে চারটি বিভিন্ন ধরনের মেঘের আকার চিনতে ও তাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারা।

ঙ) নিজের রেকর্ড থেকে নিজ এলাকার বছরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিশিষ্ট দিনগুলির তারিখ বলতে পারা।

১৩। উপকূলরক্ষী

ক) সমুদ্রযান ও বিমানের সাধারণ বিপদ সংকেত সম্পর্কে সম্পূণ জ্ঞার্ন অর্জন।

খ) আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুযায়ী মোর্স অথবা সিমাফোর পদ্ধতিতে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারা।

গ) খারাপ আবহাওয়ার সময় কোন নৌ-যানকে নিরাপদ আশ্রয়ে ভিড়বার জন্য সংকেত প্রেরণ করতে পারা।

ঘ) উপকূল এলাকার বিপদজনক স্থান সম্পর্কে অপরকে অবহিত করতে পারা।

ঙ) রাত্রে ও দিনে আবহাওয়ার সংকেত প্রদর্শন করতে পারা।

১৪। রিগিং

ক) বিভিন্ন প্রকার দড়ির নাম ও ব্যবহার জানা।

খ) মাস্তুল ও মাস্তুলের ? বিভিন্ন অংশের নাম জানা।

গ) বিভিন্ন প্রকার কপি কলের (ব্লাক) নাম জানা ও তাদের ব্যবহার জানা।

খ) নোঙর ও নোঙরের বিভিন্ন অংশের নাম জানা।

ঙ) বিভিন্ন প্রকার পালের নাম জানা ও সঠিক মাপের পাল তৈরি করতে জানা।

(ঠ) এয়ার কুলশী গ্রুপ

১। বিমান শিক্ষানবীস

ক) এয়ার ফিল্ড বা রানওয়ের সাধারণ নিরাপত্তা সম্পর্কে জানা।

খ) আবহাওয়া ও বায়ুর গতিপথ অনুসারে বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণ ব্যবস্থা জানা।

গ) মার্শালিং সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন।

ঘ) এয়ার ফ্রেম যথা Control Surfacc এবং Fish lage, Main plane, Tail plane সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান।

২। বিমান লোগো

ক) ছবি দেখে অন্তত দশ রকমের বিমান চিনতে পারা।

খ) বাংলাদেশসহ পাঁচটি দেশের সামরিক ও বেসামরিক বিমানের লোগো/মনোগ্রাম দেখে জাতীয় চিহ্নসহ বিমানের নাম বলতে পারা।

গ) নিজের দেখা কমপক্ষে পাঁচ ধরনের বিমানের Air Craft Recognition Log Book তৈরি করতে জানা। লগ বইয়ে বিমান দেখার তারিখ, সময়, কোন দিকে যেতে দেখেছে, সামরিক/বেসামরিক বিমান, বিমানের চিহ্ন, জাতীয় চিহ্ন ইত্যাদির বিবরণ থাকবে।

৩। বিমান পর্যবেক্ষণকারী

ক) বিমান লোগো ব্যাজ অর্জন।

খ) বিভিন্ন বিমানের কতগুলো ছবির প্রত্যেকটি দশ সেকেন্ড করে দেখে সত্তর ভাগ বিমান সঠিক চিহ্নিত করতে পারা তবে প্রদত্ত ছবির সংখ্যা পনেরটি থেকে ত্রিশটির মধ্যে হতে হবে, (মূল্যায়নকারী এটা নির্ধারণ করবেন)

গ) বিমানের ব্যবহারিক ক্রমানুসারে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিমানগুলো কয় শ্রেণীতে বিভক্ত এবং তাদের প্রধান তিন শ্রেণীর কার্যক্রম জানা এবং বর্ণনা করতে পারা।

৪। বিমান নকশাকারী

ক) কমপক্ষে বার সেকেণ্ড উড্ডয়ন ক্ষমতা সম্পন্ন হস্ত নিক্ষেপনে চালিত ইঞ্জিনবিহীন বিমান তৈরি করতে পারা।

খ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত যে কোন দুইটি বিমানের পনের ইঞ্চি লম্বা মডেল তৈরি করতে পারা।

গ) যে কোন একটি বেসামরিক যাত্রী/কার্গো বিমানের পনের ইঞ্চি লম্বা মডেল তৈরি করতে পারা।

৫। বিমান ইতিহাসবিদ

ক) রাইট ভ্রাতৃদ্বয় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন।
খ) ফিউটার এভিয়েশন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন।
গ) এয়ার ফ্রেম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন।

৬। বিমান মেকানিক

ক) পিস্টন ইঞ্জিন ও টারবো জেট ইঞ্জিন এয়ার ক্রাফটের কার্য পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান।
খ) ক্রাংকশ্যাফট, পিস্টন, কমপ্রেসার, টারবাইন, রিডাকশন গিয়ার ইত্যাদির প্রধান অংশসমূহ চেনা ও তার নাম বলতে পারা।
গ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে ব্যবহৃত হস্তচালিত যন্ত্রপাতির নাম ও যথাযথ ব্যবহার জানা।

৭। এয়ার নেভিগেটর

ক) নেভিগেশন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন।
খ) এয়ার নেভিগেশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন।
গ) নেভিগেশন গাইড লাইন সম্পর্কে জানা।

৮। বিমান আবহাওয়াবিদ

ক) বিমান আবহাওয়া সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা।
খ) বায়ুর গতি, বায়ুর চাপ, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা।
গ) বৃষ্টি, ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও কুয়াশার গঠন প্রণালী সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন এবং এ উপলক্ষে বিমানে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংকেত ও চিহ্ন সম্পর্কে জানা।
ঘ) বিভিন্ন প্রকারের মেঘ সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারা।
ঙ) বিমানে ব্যবহৃত আবহাওয়া যন্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন।

৯। বিমান নক্ষত্রবিদ

ক) সৌর জগত, গ্রহ-উপগ্রহ এবং সপ্তর্ষিমন্ডল, কালপুরুষ ক্যাসিওপিয়া, ধ্রুবতারা, সাউদার্ন ক্রুস ইত্যাদি নক্ষত্র সম্পর্কে জানা।
খ) ম্যাগনিটেক দিক দর্শন যন্ত্র ও তার নির্দেশক কাটার ধর্ম ও তাদের ব্যবহার জানা।
গ) অক্ষরেখা দ্রাঘিমা রেখা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন।
ঘ) উন্মুক্ত ভূ-খণ্ডের উপর দিয়ে বিমান উড্ডয়নের সময় ব্যবহৃত নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানার্জন।

১০। বিমান সনাক্তকারী

ক) এয়ার ফ্রেম সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান ও এর Variation/ Catagiry সম্পর্কে জানা।

খ) বিভিন্ন দেশের বিমান নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা।

গ) Performances Ges Particular of various air craft সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান।

ঘ) এয়ার ক্রাফটে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার মিসাইল সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান।

১১। বিমানবাহিনী সংগঠন

ক) বিমান বাহিনী সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন।

খ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভূমিকা ও সংগঠন সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন।

গ) সামরিক এবং বেসামরিক বিমান চলাচলের তুলনামূলক সাংগঠনিক জ্ঞান অর্জন।

ঘ) বিমান বাহিনী, সেনা বাহিনী ও নৌ বাহিনীর সৈনিক এবং অফিসারদের তুলনামূলক র‍্যাংক সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

(ঙ) রেলওয়ে কুশলী

১) রেলওয়ে সংগঠন

ক) রেলওয়ে ইতিহাস জানা।

খ) রেলওয়ে কারখানা/মিউজিয়াম পরিদর্শন।

গ) রেলওয়ে জংশনের নাম জানা ও নিকটবর্তী স্টেশনের ফোন নম্বর জানা।

ঘ) রেলওয়ে প্রশাসন সম্পর্কে জানা।

২) রেলওয়ে সংকেত

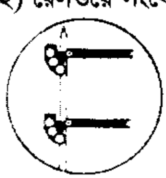

ক) রেলওয়ে সংকেত সম্পর্কে জানা।

খ) হস্ত চালিত ও বিদ্যুৎ চালিত সিগনালিং এর ব্যবহার জানা।

গ) সিগনাল দিয়ে ট্রেন থামাতে পারা।

ঘ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩দিন একটি স্টেশনে কাজ করা।

৩) রেলওয়ে বার্তা

ক) রেলওয়ে বার্তা সম্পর্কে জানা।

খ) এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে বার্তা প্রেরণ করতে পারা।

গ) এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে বার্তা গ্রহণ করতে পারা।

ঘ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩দিন একটি স্টেশনে কাজ করা।

৪। রেলওয়ে যাত্রী সেবা

ক) রেল স্টেশন ও প্লাটফর্মে প্রবেশের নিয়ম জানা।
খ) ট্রেনের নাম ও সময় জানা।
গ) নূন্যতম ১৬ ঘন্টা যাত্রী সেবা দান।

৫। রেলওয়ে মেকানিক

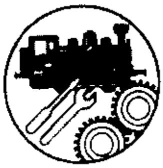

ক) রেলওয়ে ইঞ্জিন সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন।
খ) রেলওয়ে সেড থেকে ইঞ্জিন বাহির হওয়ার পূর্বে প্রাথমিক পরীক্ষা সম্পর্কে জানা।
গ) যে কোন সেডে ৩ দিন কাজ করতে পারা।

৬। রেলওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ

ক) ট্রেন ছাড়ার পূর্বে প্রাথমিক পরীক্ষা সম্পর্কে জানা।
খ) ট্রেন পৌছানোর পর প্রাথমিক পরীক্ষা সম্পর্কে জানা।
গ) প্রাথমিক পরীক্ষা সম্পর্কে ৩ দিন কাজ করতে পারা।

৭। রেলওয়ে পরিবহন সেবা

ক) রেলওয়ে পরিবহন সেবা সম্পর্কে জানা।
খ) রেলে কোন মালামাল বুকিং করতে পারা।
গ) রেলে মালামাল খালাস করতে পারা।
ঘ) মেইল ট্রেনে এক জংশন থেকে অন্য জংশনে মেইল সার্ভিসে সহায়তা করা।
ঙ) মালামাল বুকিং সেকশনে ৩ দিন কাজ করা।

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড স্কিম

বার থেকে পঁচিশ বছর বয়স্ক তরুণ/তরুণীদেরকে একটি সুস্থ সমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড স্কিম চালু করা হয়েছে। অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে হলে একজন স্কাউট ও রোভার স্কাউট বয়সী বালক/বালিকাকে তিনটি সাধারণ শিশুস্বাস্থ্য পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হবে। স্কাউটদেরকে এই সাথে সমাজ উন্নয়ন সংক্রান্ত আরো চারটি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হবে। একজন স্কাউট, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ অর্জনের পর সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ডের কাজ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

ব্যাজ অর্জনের পদ্ধতি ঃ

১০.১ টীকাদান কর্মী ব্যাজ

ক) ছয়টি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি (ধনুষ্টংকার, ডিপথিরিয়া, হাম, পোলিও, যক্ষ্মা, হুপিং কাশি) এবং সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচী সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

খ) সহজ যোগাযোগ পদ্ধতির (শো কার্ড, পোস্টার) সাহায্যে সম্প্রসারিত টীকাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এলাকার পরিবারসমূহে অবহিতকরণ এবং নিকটস্থ টীকাদান কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার উপায় জানা।

গ) দশটি পরিবার তালিকাভূক্ত করে তাদের শিশুদেরকে পূর্ণকোর্স সম্প্রসারিত টীকা এবং পনের থেকে পয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক সকল মহিলাকে টিটি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ। এ ব্যাপারে তাদেরকে প্রমাণাদিসহ নিশ্চিত করতে হবে যে, কোর্স সমাপ্ত হয়েছে।

১০.২ পুষ্টি স্যালাইন ব্যাজ

ক) পুষ্টি স্যালাইন তৈরির উপকরণ সমূহের পরিমাণ এবং যথাযোগ্য ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। দশটি নির্ধারিত পরিবারের সহজ চিকিৎসা পদ্ধতি সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করা।

খ) পরিবার সমূহের সাথে সংযোগ রক্ষার্থে উদরাময় রোগ নিরাময়ের সাধারণ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন (নলকূপের পানি, জনস্বাস্থ্য, খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা)।

গ) খাদ্যের পুষ্টিমান এবং কোন মৌসুমে কি কি খাদ্য পাওয়া যায় সে সম্পর্কে পরিবার সমূহকে যথাযথভাবে অবহিত করতে পারা। (স্কুলগামী নয় এমন সব শিশুদের জন্য)।

ঘ) ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত রোগের লক্ষণ ও কারণ সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং সংশ্লিষ্ট পরিবার সমূহকে এ সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশন করা। মায়েদেরকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল গ্রহণে উৎসাহিত করা। বছরে কমপক্ষে পাঁচ থেকে দশটি পরিবারের অন্ততঃ দুইবার ক্যাপসুল বিতরণ নিশ্চিত করা।

ঙ) স্থানীয় বীজ বিতরণ স্কীম পর্যবেক্ষণ ও পরিবারসমূহে এই কাজে অংশগ্রহণ উদ্বুদ্ধ করণ।

১০.৩ শিশু স্বাস্থ্য কর্মী ব্যাজ

ক) গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সংবাদ (ইপিআই এবং ওআরটি) সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফ্লিপ চার্টসহ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করার পদ্ধতি জানা। বিদ্যালয়ে বা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে এসব চার্ট প্রদর্শন করতে পারা।

খ) উপরে বর্ণিত তিনটি বিষয়ে যে কোন সরকারী কর্মসূচীতে কমপক্ষে সাতদিন সেবাদান করা।

গ) সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থান নির্বাচন ও প্রস্তুতিতে সহায়তাদান ('মিনি' পতাকা উত্তোলন, এলাকায় পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি)।

এলাকায় লোকজনকে কোথায় এবং কখন সম্প্রসারিত টীকাদান করা হয় তা অবহিত করা। কমপক্ষে পাঁচটি বাদ পড়া পরিবারের ফিরতি পরিদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং তাদেরকে পূর্ণ কোর্স গ্রহণে উৎসাহিত করা।

স্কাউট পোশাক

১১. যোগ্যতা ঃ

কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, ইউনিট লিডার এবং অন্যান্য সনদ প্রাপ্ত পদের অধিকারী সদস্যগণ স্কাউট পোশাক পরবেন। Non Warranted বা সনদবিহীন সদস্যগণ যেমন সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও কমিটি সদস্যগণ দীক্ষা গ্রহণের পর স্কাউট পোশাক পরতে পারবেন। তারা ইউনিট লিডারদের অনুরূপ পোশাক পরবেন। তবে নির্ধারিত স্কার্ফ, সদস্য ব্যাজ ও (গঠন ও নিয়ম তফসীল-এক বর্ণিত নিয়মানুযায়ী) প্রাপ্ত সম্মানীয় পদক বা অ্যাওয়ার্ড ছাড়া অন্য কিছু পরতে পারবেন না।

সাধারণ নিয়মাবলী ঃ

১. স্কাউট পোশাক সঠিক মাপ ও নমুনার হতে হবে।
২. বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাজ ও ডেকোরেশন ছাড়া অন্য কোন প্রতীক, অলংকার বা সৌখিন সাজসজ্জা স্কাউট পোশাকের সাথে ব্যবহার করা যাবে না।
৩. যে কোন স্কাউটস অনুষ্ঠানে যোগদানের সময় পরিপূর্ণ ও পরিপাটি স্কাউট পোশাক পরতে হবে।

৪. বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল সদস্য তাঁদের স্বীকৃত যোগ্যতা, দক্ষতা, পারদর্শিতা, সম্মানসূচক পদক ও পদমর্যাদার প্রতীক স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জন্য নির্ধারিত ব্যাজ বা পদকগুলো স্কাউট পোশাকের সাথে পরতে পারবে। একজন সদস্য একই বিষয়ের উপর একাধিক বা অন্য শাখার ব্যাজ স্কাউট পোশাকে পরতে এবং কোন ব্যাজ বা পদক হস্তান্তর করতে পারবেন না।

৫. এক স্তরের ইউনিটের শাখার জন্য নির্ধারিত ব্যাজ অন্য কোন স্তরের ইউনিটের শাখার সদস্যরা স্কাউট পোশাকে পরতে পারবেন না।

৬. বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক তৈরিকৃত স্কাউট ব্যাজ, বই, রেপলিকা, পদক ও অ্যাওয়ার্ডসমূহ জাতীয় সদর দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত, নিয়ন্ত্রিত এবং সংরক্ষিত।

ক. স্কাউট (ছেলে) পোশাক

১) টুপি ঃ নেভী ব্লু রংয়ের পিকযুক্ত টুপি

২) শার্ট ঃ ছাই (অ্যাশ) রংয়ের কাঁধে পেটি বিহীন দুই পকেট ওয়ালা (ঢাকনাযুক্ত মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ বা ফুল হাতা শার্ট।

৩) প্যান্ট ঃ গাঢ় নেভী ব্লু রংয়ের ফুল প্যান্ট, স্ট্রেট কাট, নিচের মুহুরী ৪০ থেকে ৪৫ সে.মি. এর মধ্যে হতে হবে।

৪) বেল্ট ঃ বাংলাদেশ স্কাউটস-এর মনোগ্রাম যুক্ত বাকল বিশিষ্ট কালো চামড়া বা নেভী ব্লু রংয়ের কাপড়ের বেল্ট।

৫) জুতা ঃ কালো রংয়ের জুতা।

৬) মোজা ঃ প্যান্টের সাথে মানানসই মোজা।

৭) স্কার্ফ ঃ নিজ ইউনিটের জন্য উপজেলা/থানা স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত স্কার্ফ।

৮) গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির সবুজ পটভূমিতে সাদা রংয়ের লেখা (স্ক্রীণ প্রিন্ট/এ্যাব্রেয়ডারী) গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে সেলাই করতে পরতে হবে।

৯) দড়ি ঃ এক সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট ২.৭৫ মিটার লম্বা সুতা/শন/পাটের দড়ি স্কাউটিং পদ্ধতিতে গোছানো অবস্থায় কোমরে বেল্টের হুকের সাথে ঝুলিয়ে রাখা যাবে।

১০) নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর লেখা কাপড়ের নাম ফলক নিজ ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের উপরে পরতে হবে।

১১) জাতীয় পতাকার রেপলিকা ঃ নাম ফলকের উপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

খ. স্কাউট (মেয়ে) পোশাক

১) টুপি ঃ নেভী ব্লু রংয়ের পিকযুক্ত টুপি।

২) কামিজ ঃ ছাই (অ্যাশ) রংয়ের লম্বা কামিজ (হাটুর চার আঙ্গুল নীচ পর্যন্ত) ও গাঢ় নেভী ব্লু রংয়ের ওড়না।

৩) পায়জামা ঃ গাঢ় নেভী রংয়ের সালোয়ার/পায়জামা।

৪) বেল্ট ঃ বাংলাদেশ স্কাউটস এর মনোগ্রাম যুক্ত বাকল বিশিষ্ট কালো চামড়া বা নেভী ব্লু রংয়ের কাপড়ের বেল্ট।

৫) জুতা ঃ কালো রংয়ের জুতা।

৬) মোজা ঃ পায়জামার সাথে মানানসই মোজা।

৭) স্কার্ফ ঃ নিজ ইউনিটের জন্য উপজেলা/থানা স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত স্কার্ফ।

৮) গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির সবুজ পটভূমিতে সাদা রংয়ের লেখা (স্ক্রীণ প্রিন্ট/এ্যাব্রয়ডারী) গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ কামিজের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে সেলাই করে পরতে হবে।

৯) দড়ি ঃ এক সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট ২.৭৫ মিটার লম্বা সুতা/শন/পাটের দড়ি স্কাউটিং পদ্ধতিতে গোছানো অবস্থায় কোমরে বেল্টের হুকের সাথে ঝুলিয়ে রাখা যাবে।

১০) নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ নিজ নাম ফলক ডান কাঁধ থেকে সামনের দিকে ১২ সে.মি. নিচে সেলাই করে পরতে হবে।

১১) জাতীয় পতাকার রেপলিকা ঃ নাম ফলকের উপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

গ. স্কাউট লিডার ও স্কাউট কমিশনারদের পোশাক ঃ

সকল স্কাউট লিডার ও স্কাউট কমিশনারগণ (দীক্ষা গ্রহণের পর) গঠন ও নিয়ম তফসিল-১ এ বর্ণিত ১৬, ১৭ ও ২২ নং ধারা মোতাবেক স্কাউট পোশাক পরবেন।

ঘ. নৌ স্কাউট (ছেলে) পোশাক ঃ

১) টুপি ঃ সাদা রংয়ের নৌ স্কাউট টুপি/ডাক ক্যাপ/জকি ক্যাপ। ক্যাপের রিবনে নৌ স্কাউট মনোগ্রামসহ 'নৌ স্কাউট' লেখা থাকবে।

২) গাঢ় নীল রংয়ের সিংলেট।

৩) প্যান্ট ঃ স্ট্রেট কাট গাঢ় নীল রংয়েল ফুল প্যান্ট। নীচে মুহরী ৪০ থেকে ৪৫ সি.মি. এর মধ্যে হতে হবে।

৪) বেল্ট ঃ নৌ স্কাউটস-এর মনোগ্রাম যুক্ত বাকল বিশিষ্ট গাঢ় নীল রংয়ের নাইলন/কাপড়ের বেল্ট।

৫) জুতা ঃ কালো রংয়ের চামড়ার ফিতাযুক্ত জুতা/বুট।

৬) মোজা ঃ নীল/কালো মোজা।

৭) স্কার্ফ ঃ নৌ জেলা স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত গ্রুপ স্কার্ফ।

৮) গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির সাদা পটভূমিতে কালো রংয়ের লেখা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে সেলাই করে পরতে হবে।

৯) নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর লেখা কাপড়ে নাম ফলক নিজ সিংলেটের ডান বুকের উপরে পরতে হবে।

১০) জাতীয় পতাকার রেপরিকা ঃ নাম ফলকের উপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

ঙ. নৌ স্কাউট আনুষ্ঠানিক পোশাক ঃ

জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নৌ স্কাউটের অনুষ্ঠানে সাদা রংয়ের সিংলেট, প্যান্ট, টুপি, জুতা, মোজা এবং উপরে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী বেল্ট স্কার্ফ, গ্রুপ পরিচিতি, নাম ফলক ও জাতীয় পাতাকার রেপলিকা পরা যাবে।

চ. নৌ স্কাউট (মেয়ে) পোশাক ঃ

গাঢ় নীল রংয়ের কামিজ, পায়জামা/প্যান্ট ও ওড়নাসহ নৌ স্কাউট (ছেলে) পোশাক ও বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বেল্ট, জুতা, মোজা, স্কার্ফ, গ্রুপ পরিচিতি এবং ডান কাঁধের থেকে সামনের দিকে ১২ সে. মি. নীচে নাম ফলক ও তার উপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

ছ. নৌ স্কাউট লিডার ও নৌ স্কাউট কমিশনারদের পোশাক ঃ

সকল নৌ স্কাউট লিডার ও নৌ স্কাউট কমিশনারগণ (দীক্ষা গ্রহণের পর) গঠন ও নিয়ম তফসিল-১ এ বর্ণিত ১৮, ১৯ ও ২৩ নং ধারা মোতাবেক স্কাউট পোশাক পরবেন।

জ. এয়ার স্কাউট (ছেলে) পোশাক ঃ

১) টুপি ঃ গাঢ় নীল রংয়ের স্কাউট টুপি, বামে এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

২) শার্ট ঃ আকাশী রংয়ের (দুই পকেটওয়ালা ঢাকনাযুক্ত মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ/ফুল হাতা শার্ট।

৩) প্যান্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের স্ট্রেট কাট ফুল প্যান্ট। নিচের মুহুরী ৪০ থেকে ৪৫ সে.মি. হবে।

৪) বেল্ট ঃ এয়ার স্কাউটস-এর মনোগ্রাম খচিত বাকল বিশিষ্ট কালো চামড়া/গাঢ় নীল রংয়ের কাপড়ের বেল্ট।

৫) মোজা ঃ গাঢ় নীল রংয়ের মোজা।

৬) জুতা ঃ কালো রংয়ের ফিতা যুক্ত চামড়ার জুতা।

৭) স্কার্ফ ঃ জেলা এয়ার স্কাউটস কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ।

৮) গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির সাদা পটভূমিতে কালো রংয়ের লেখা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে সেলাই করে পরতে হবে।

৯) নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর লেখা সহ কাপড়ের নাম ফলক নিজ ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের উপরে পরতে হবে।

১০) জাতীয় পতাকার রেপলিকা ঃ নাম ফলকের উপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

ঝ. এয়ার স্কাউট (মেয়ে) পোশাক ঃ

আকাশী রংয়ের কামিজ, গাঢ় নীল রংয়ের পায়জামা/প্যান্ট ও ওড়না, কালো জুতা, নীল/কালো রংয়ের মোজাসহ এয়ার স্কাউট (ছেলে) পোশাক ও বর্ণিত নিয়মানুযায়ী টুপি, বেল্ট, স্কার্ফ, গ্রুপ পরিচিতি এবং ডান কাঁধের থেকে সামনের দিকে ১২ সে. মি. নীচে নাম ফলক ও তার উপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

ঞ. এয়ার স্কাউট লিডার ও এয়ার স্কাউট কমিশনারদের পোশাক ঃ

সকল এয়ার স্কাউট লিডার ও এয়ার স্কাউট কমিশনারগণ (দীক্ষা গ্রহণের পর) গঠন ও নিয়ম তফসিল-১ এ বর্ণিত ২০,২১ ও ২৪ নং ধারা মোতাবেক স্কাউট পোশাক পরবে।

ট. মাদ্রাসা স্কাউটদের পোশাক ঃ

মাদ্রাসায় গঠিত স্কাউট দলের ছেলে মেয়েরা সাধারণ নিয়মে স্কাউট পোশাক পরবে। তবে অন্য কোন ভাবে ব্যাখ্যা করা না হলে বা কোন ধারায় ব্যতিক্রম না থাকলে মাদ্রাসার ছেলেরা অ্যাশ (ছাঁই) রংয়ের পাঞ্জাবী, নেভী ব্লু রংয়ের পায়জামা ও মেয়েরা অ্যাশ রংয়ের কামিজ ও নেভী ব্লু রংয়ের পায়জামা ও ওড়না পড়তে এবং অনুমোদিত ব্যাজ ও স্কার্ফ ব্যবহার করতে পারবে। ইউনিট লিডারদের ক্ষেত্রে ছাঁই রংয়ের পাঞ্জাবী, নেভী ব্লু পায়জামা ও গ্রুপ স্কার্ফ/অর্জিত উডব্যাজ স্কার্ফ পরতে পারবেন।

ঠ. রেলওয়ে স্কাউট পোশাক ঃ

রেলওয়ে স্কাউট পোশাক হবে স্কাউট ছেলে-মেয়েদের পোশাকের অনুরূপ।

ড. বিশেষ স্কাউটদের পোশাকঃ

১। প্রতিবন্ধী স্কাউট ঃ

যে সকল ছেলে মেয়ে দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে স্বাভাবিক ছেলে মেয়েদের মত কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না, সে সকল ছেলে মেয়েদের নিয়ে গঠিত বিশেষ স্কাউট দলের সদস্যদের জন্য পোশাক সাধারণ স্কাউটদের পোশাকের অনুরূপ ও অভিন্ন হতে হবে। তারা যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যাজ পরবে।

২। কমিউনিটি স্কাউট ঃ

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল বা সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গঠিত দলসমূহকে বিশেষ দল ও সদস্যদের বিশেষ স্কাউট হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। তারা অনুমোদিত গ্রুপ স্কার্ফ ও যোগ্যতা অনুসারে ব্যাজ পরবে।

চ. সনদবিহীন (Non Warranted) পদের সদস্যদের পোশাক ঃ

সনদবিহীন (Non Warranted) পদের ব্যক্তিগণ দীক্ষা গ্রহণের পর স্কাউট পোশাক পরতে পারবেন। তবে স্কাউটদের জন্য নির্ধারিত সদস্য ব্যাজ ব্যতিত অন্য কোন ব্যাজ পরতে পারবেন না। সাধারণতঃ সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যগণ এই আওতায় পড়েন। গঠন ও নিয়ম তফসিল-১ এর ধারা ২৫ ও ২৬ অনুযায়ী স্কাউট পোশাক পরবেন।

ণ. স্কাউট স্কার্ফ ঃ

স্কাউট স্কার্ফ পোশাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই স্কার্ফ সমদ্বিবাহু ত্রিকোণাকৃতি কাপড়ের তৈরি। বাহুর মাপ সাধারণ ঃ ৭৫ সেন্টিমিটার। পরিচয় ভেদে স্কার্ফ বিভিন্ন রংয়ের হতে পারে। অন্য কোন ভাবে ব্যাখ্যা করা না হলে বা কোন ধারায় এর ব্যতিক্রম না থাকলে স্কার্ফ কেবলমাত্র স্কাউট পোশাকের সাথেই পরা যাবে। স্কাউট সংগঠন কর্তৃক অনুমোদিত স্কার্ফ এই সংগঠনের সদস্য ছাড়া অন্য কেউ পরতে পারবে না।

১) গ্রুপ স্কার্ফ ঃ

উডব্যাজ ও জাতীয় স্কার্ফ ছাড়া উপজেলা/থানা স্কাউটস, মেট্রোপলিটন জেলা, নৌ, এয়ার, রেলওয়ে ও রোভার জেলার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন একই অভিন্ন নমুনার গ্রুপ স্কার্ফ গ্রুপের সকল সদস্য/সদস্যা পরবেন।

২) উডব্যাজ স্কার্ফ ঃ

ক) সবুজ বর্ণের ত্রিকোণাকৃতির কাপড়ের শীর্ষে দুটি বীড ও কাঠের গুড়িতে আবদ্ধ স্কাউট কুঠারের চিহ্ন সম্বলিত স্কার্ফ। কেবলমাত্র উডব্যাজ অর্জনকারী স্কাউটারগণ পরতে পারবেন। গ্রুপ স্কার্ফ এর পরিবর্তে উডব্যাজ অর্জনকারী স্কাউটারগণ পরতে পারবেন। তারা গ্রুপ স্কার্ফ এর পরিবর্তে উডব্যাজ স্কার্ফ, বীড ও ওয়াগল পরতে পারবেন।

খ) আন্তর্জাতিক/গিলওয়েল উডব্যাজ স্কার্ফ গাড় পাটল (Pink) বর্ণের ত্রিকোণাকৃতি কাপড়েরর শীর্ষে এক টুকরো আয়তক্ষেত্র আকৃতির কাপড়যুক্ত স্কার্ফ অর্জনকারী এই স্কার্ফ স্কাউট পোশাকের সাথে পরতে পারবেন।

৩) বিশেষ স্কার্ফ ঃ

অনুমোদিত বিশেষ বিশেষ স্কাউট সমাবেশ/ক্যাম্পুরী/জাম্বুরী/মুট/কনফারেন্স/ইন্টারন্যাশনাল গেট টুগেদারের জন্য আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে স্মারক স্কার্ফ তৈরি ও বিতরণ করতে পারবেন। এই সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ও আমন্ত্রিত অতিথিগণ অনষ্ঠান চলাকালীন স্মারক/বিশেষ স্কার্ফ পরতে পারবেন।

৪) জাতীয় স্কার্ফ ঃ

জাতীয় স্কার্ফ গাঢ় (Bottle Green) সবুজ কাপড়ে ০.৬ সেন্টিমিটার লাল বর্ডারযুক্ত ত্রিভুজাকৃতির হবে। ত্রিকোণীর শীর্ষে ১.৫ সেন্টিমিটার ব্যাসার্থের বৃত্তাকার সাদা কাপড়ের উপরে ও নীচের অংশে বৃত্তাকার যথাক্রমে লাল রংয়ের বাংলাদেশ স্কাউটস ও সবুজ রংয়ে Bangladesh Scouts লেখা থাকবে এবং মাঝখানে যথাযথ রংয়ের অংকিত বাংলাদেশ স্কাউটস এর মনোগ্রাম থাকবে। নিম্নলিখিত সদস্য/সদস্যাগণ বর্ণিত নিয়মানুযায়ী জাতীয় স্কার্ফ পরতে পারবেন।

ক) জাতীয় স্কাউট কাউন্সিলের সদস্য/সদস্যাগণ, কাউন্সিল সদস্য মেয়াদ উত্তীর্ণ পর্যন্ত জাতীয় কাউন্সিল সভায় যোগদানকালে স্কাউট পোশাকের সাথে জাতীয় স্কার্ফ পরবেন।

খ) জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য/সদস্যাগণ তাঁদের সদস্য পদের মেয়াদ উত্তীর্ণ পর্যন্ত (মেয়াদকালীন সময়ে) স্কাউট পোশাকের সাথে জাতীয় স্কার্ফ পরবেন।

গ) সকল জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারগণ স্কাউট পোশাকের সাথে জাতীয় স্কার্ফ পরবেন।

ঘ) বাংলাদেশ স্কাউটসের (জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক নিযুক্ত) সকল প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ স্কাউট পোশাকের সাথে জাতীয় স্কার্ফ পরবেন।

ঙ) লিডার ট্রেনার ও সহকারী লিডার ট্রেনারগণ স্কাউট পোশাকের সাথে জাতীয় স্কার্ফ পরবেন।

চ) বাংলাদেশ স্কাউটসর এর অনুমোদিত প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ বিদেশে স্কাউট অনুষ্ঠানে যোগদানকালে অথবা বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রতিনিধিত্ব করাকালীন স্কাউট পোশাকের সাথে জাতীয় স্কার্ফ পরবেন। দেশে ফেরার পর তারা নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী স্কার্ফ পরবেন।

ছ) বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় স্কার্ফ স্কাউট পোশাক ছাড়া পরা যাবে না।

ত. বিদেশী অনুষ্ঠানে যোগদানকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের পোশাকের সাথে ব্যবহৃত ডেকোরেশনসমূহ ঃ

১) বিদেশে স্কাউট অনুষ্ঠানে যোগদানকালে (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত) কন্টিনজেন্ট ব্যাজ বা অন্য কোন পরিচিতি ব্যাজ স্কাউট পোশাকে ব্যবহার করা যাবে। দেশে ফেরার পর এগুলো পরা যাবে না।

থ. পদমর্যাদা ব্যাজ ঃ

স্কাউটসের সকল দক্ষতা ও পদমর্যাদা ব্যাজ সাধারণত ঃ পোশাকের বাম অংশে পরা হয়। এ বিষয়ে নিয়মানুযায়ী যথাযথ ব্যাজ পরতে হবে।

১) সহকারী উপদল নেতা ব্যাজ ঃ

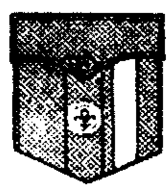

সহকারী উপদল নেতা তার স্কাউট পোশাকের শার্ট/কামিজের বাম বুক পকেটের সদস্য ব্যাজের বাম পাশে এক সেন্টিমিটার চওড়া মাপের সাদা কাপড়ের একটি ফিতা সেলাই করে পরবেন।

২) উপদল নেতা ব্যাজ ঃ

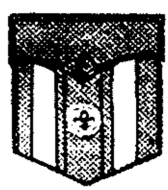

উপদল নেতা তার স্কাউট পোশাকের শার্ট/কামিজের বাম বুক পকেটের সদস্য ব্যাজের দুই পাশে এক সেন্টিমিটার চওড়া মাপের সাদা কাপড়ের দুইটি ফিতা সেলাই করে পরবেন।

৩) সিনিয়র উপদল নেতা ব্যাজ ঃ

সিনিয়র উপদল নেতা স্কাউট ইউনিটে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী স্কাউট। তিনি স্কাউট পোশাকের শার্ট/কামিজের বাম বুক পকেটের মাঝখানে প্লেটের উপরে একটি এবং উভয় পার্শ্বে একটি করে মোট তিনটি এক সেন্টিমিটার মাপের চওড়া সাদা কাপড়ের ফিতা সেলাই করে পরবেন।

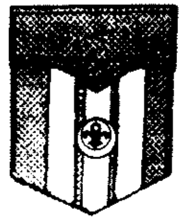

ব্যাজ সম্পর্কীয় সাধারণ নিয়মাবলী ঃ

১. বাংলাদেশ স্কাউটসের সকল সদস্য তাঁদের যোগ্যতা, দক্ষতা, পারদর্শিতা, সম্মানসূচক পদক ও পদমর্যাদার প্রতীক স্বরূপ বিভিন্ন স্তরের জন্য নির্ধারিত ব্যাজসমূহ স্কাউট পোশাকের সাথে পরতে পারবে। একজন সদস্য একই বিষয়ের ওপর একাধিক ব্যাজ স্কাউট পোশাকে পরতে পারবে না এবং কোন স্কাউট ব্যাজ হস্তান্তর করতে পারবে না।

২. কোন অবস্থাতেই এক স্তরের জন্য নির্ধারিত ব্যাজ অন্য কোন স্তরের সদস্যরা পরতে পারবে না।

৩. বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক তৈরিকৃত ব্যাজ, সম্মান সূচক ও পদমর্যাদার প্রতীক সমূহ জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক অনুমোদিত, নিয়ন্ত্রিত এবং সংরক্ষিত।

৪. জাতীয় সদর দফতরের অনুমোদন ছাড়া কেউ স্কাউট ব্যাজের অনুরূপ কোন ব্যাজ,
বই বা অনুরূপ কোন দ্রব্য তৈরি কিংবা ব্যবহার করতে পারবে না।

৫. উপজেলা/জেলা/আঞ্চলিক সম্পাদকের সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট ইউনিট লিডারগণ নিজে অথবা তাঁর পাঠানো প্রতিনিধি জাতীয় সদর দফতর বা স্কাউট শপ থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কাউট ব্যাজ সংগ্রহ করতে পারবেন।

৬. ক) স্কাউটের যে কোন অনুষ্ঠান/সমাবেশে ব্যবহারের জন্য স্মারক ব্যাজ, বই, বা অনুরূপ কোন দ্রব্য, স্কার্ফ, কর্মসূচি (প্রোগ্রাম) ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পূর্বে আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন করাতে হবে।

খ. বাংলাদেশ স্কাউটস এর মনোগ্রাম সম্বলিত উপর ও নীচে অর্ধবৃত্তাকারের বাংলা ও ইংরেজীতে বাংলাদেশ স্কাউটস লেখা গোলাকৃতির ব্যাজ স্কাউট পোশাক ছাড়াও সাধারণ পোশাকে (কোট, ব্লেজার শাড়ী/অ্যাপ্রোন ইত্যাদিতে) পরা যাবে।

পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জনের নিয়মাবলী ঃ

ক) সদস্য ব্যাজ অর্জনের পরবর্তী প্রতি দক্ষতা ব্যাজ অর্জন করার জন্য স্কাউটদেরকে চেতনা গ্রুপ হতে আবশ্যিকভাবে ১টি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জনসহ অন্যান্য যে কোন ৩টি গ্রুপ হতে ৩টি ব্যাজসহ মোট ৪টি ব্যাজ অর্জন করতে হবে।

খ) স্মরণ রাখতে হবে, প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে একজন স্কাউটকে বিভিন্ন গ্রুপ হতে এমন ভাবে ব্যাজ নির্বাচন করতে হবে যেন (নৌ, বিমান ও রেলওয়ে কুশলী বাদে) কোন গ্রুপ হতে ব্যাজ নির্বাচন একেবারে বাদ না পড়ে এবং শুধুমাত্র চেতনা গ্রুপ ছাড়া অন্য কোন গ্রুপ হতে মোট ২টির বেশী ব্যাজ নির্বাচন করা না হয়।

গ) এয়ার, নৌ ও রেলওয়ে অঞ্চলের স্কাউটদের নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী ব্যাজ অর্জন করতে হবে ঃ

এয়ার, নৌ, রেলওয়ে অঞ্চলের স্কাউটদের জন্য–

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ অর্জনের সময়	চেতনা গ্রুপ হতে আবশ্যিক ভাবে ১টি	অন্যান্য যে কোন ৩টি গ্রুপ হতে ৩টি	মোট ৪টি
প্রোগ্রেস ব্যাজ অর্জনের সময়	চেতনা গ্রুপ হতে আবশ্যিক ভাবে ১টি	অন্যান্য যে কোন ২টি গ্রুপ হতে ২টি এবং এয়ার/নৌ/রেলওয়ে কুশলী গ্রুপ হতে আবশ্যিক ভাবে ১টি	মোট ৪টি
সার্ভিস ব্যাজ	চেতনা গ্রুপ হতে আবশ্যিক ভাবে ১টি	অন্যান্য যে কোন ২টি গ্রুপ হতে ২টি এবং এয়ার/নৌ/রেলওয়ে কুশলী গ্রুপ হতে আবশ্যিক ভাবে ১টি	মোট ৪টি
প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড	চেতনা গ্রুপ হতে আবশ্যিক ভাবে ১টি	অন্যান্য যে কোন ২টি গ্রুপ হতে ২টি এবং এয়ার/নৌ/রেলওয়ে কুশলী গ্রুপ হতে আবশ্যিক ভাবে ১টি	মোট ৪টি

ঘ) নৌ এয়ার ও রেলওয়ে স্কাউট ব্যতিরেকে অন্যান্য স্কাউটগণ আগ্রহী হলে বিশেষ গ্রুপগুলো হতেও ব্যাজ নির্বাচন করতে পারবে।

ঙ) নির্দিষ্ট ১৬টি ব্যাজ অর্জন করা ছাড়াও স্কাউটরা ইচ্ছা করলে যে কোন গ্রুপ হতে তাদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আরো অধিক সংখ্যক ব্যাজ অর্জন করতে পারবে।

১২. বিভিন্ন ব্যাজের পরীক্ষা গ্রহণের নিয়মাবলী ঃ

ক) বিভিন্ন শাখার বেসিক প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ইউনিট লিডারগণ নিজ নিজ শাখার সদস্য ব্যাজ ও পরবর্তী স্তরের দক্ষতা ব্যাজের পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। বেসিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইউনিট লিডার স্কাউট শাখার সদস্য ব্যাজ ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজের পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।

খ) সকল শাখার পরবর্তী উচ্চতর স্তরের দক্ষতা ব্যাজসমূহের পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট লিডারকে অবশ্যই শাখা ভিত্তিক উডব্যাজধারী হতে হবে।

গ) যে সকল ইউনিট লিডারগণ উডব্যাজধারী নন তারা নিজ শাখার সদস্যদের উচ্চতর ধাপের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্য নিজ নিজ উপজেলা/জেলা স্কাউট লিডার এর নিকট লিখিত আবেদন করবেন। উপজেলা/জেলা স্কাউট লিডার সংশ্লিষ্ট শাখার উডব্যাজধারী যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঘ) বিভিন্ন পারদর্শিতা ব্যাজের পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন কেবল মাত্র সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ।

ঙ) প্রত্যেকটি উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের পরীক্ষা বা মান যাচাইয়ের জন্য রিভিউ কমিটি থাকবে।

১. উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে জেলা স্কাউট লিডারের নেতৃত্বে শাখা ভিত্তিক অভিজ্ঞ উডব্যাজার, সহকারী লিডার ট্রেনার ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত রিভিউ কমিটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা/মান যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করবেন।

২. আঞ্চলিক পর্যায়ে আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) এর তত্ত্বাবধানে শাখা ভিত্তিক অভিজ্ঞ উডব্যাজার, এ,এল,টি, এল,টি বিশেষজ্ঞ, ফিল্ড কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত রিভিউ কমিটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও মান যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করবেন।

৩. জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) বা সংশ্লিষ্ট জাতীয় কমিশনারের তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত রিভিউ কমিটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও মান যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করবেন।

* দ্রষ্টব্য ঃ পরীক্ষাকে মূল্যায়ন বা মান যাচাই হিসেবে বর্তমানে অবহিত করা হচ্ছে।

১৩. ব্যাজ ঃ ব্যাজ দুই প্রকার ঃ (ক) দক্ষতা ব্যাজ ও (খ) পারদর্শিতা ব্যাজ।

ক) দক্ষতা ব্যাজ চারটি ঃ (১) সদস্য ব্যাজ (২) স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ (৩) প্রোগ্রেস ব্যাজ (৪) সার্ভিস ব্যাজ।

খ) পারদর্শিতা ব্যাজ তেরটি গ্রুপে মোট একশত ছাব্বিশটি।

গ) সদস্য ব্যাজ দীক্ষাপ্রাপ্ত স্কাউট ও স্কাউট কর্মকর্তাগণ পরতে পারবেন। অন্যান্য দক্ষতা ও পারদর্শিতা ব্যাজ কেবলমাত্র স্কাউটরা অর্জন করে পরতে পারবে।

১৪. ব্যাজ পরার নিয়মাবলী ঃ

ক) সদস্য ব্যাজ দীক্ষাপ্রাপ্ত কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, স্কাউটার ও কর্মকর্তাগণ পরতে পারবেন। অন্যান্য দক্ষতা ও পারদর্শিতা ব্যাজ শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট শাখার কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা অর্জন করে পরতে পারবে।

খ) সদস্য ব্যাজ অর্জন করার পর তা স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের মাঝখানে সেলাই করে পরতে হবে

গ) সকল দীক্ষাপ্রাপ্ত কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, স্কাউটার ও কর্মকর্তাগণ স্কাউট পোশাকের শার্টের ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের উপরে নাম ফলকের উপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরবে। রেপলিকা পরার সময়ে এর অগ্রভাগ বাম দিকে রেখে সেলাই করে পরতে হবে।

ঘ) বাংলাদেশ লেখা পরিচিতি ব্যাজ (ইংরেজী ও বাংলায় লেখা) বাংলায় লেখা ব্যাজ বাম হাতের বাহুর উপরে এবং ইংরেজি লেখা ব্যাজ ডান হাতের বাহুর উপরের অংশে সেলাই করে পরতে হবে

ঙ) অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ স্ব স্ব অঞ্চলের সকল স্কাউট সদস্যকে স্কাউট পোশাক শার্টের উভয় হাতের উপরের অংশে বাংলাদেশ লেখা ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

চ) অর্জিত স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম হাতার কনুই ও কাঁধের মাঝখানে সেলাই করে পরতে হবে।

ছ) অর্জিত প্রোগ্রেস ব্যাজ পূর্বে অর্জিত স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ সরিয়ে ফেলে সেই স্থানে সেলাই করে পরতে হবে।

জ) অর্জিত সার্ভিস ব্যাজ পূর্বে অর্জিত প্রোগ্রেস ব্যাজ সরিয়ে ফেলে সেই স্থানে সেলাই করে পরতে হবে।

ঝ) শাখা ভিত্তিক অর্জিত সকল পারদর্শিতা ব্যাজ স্কাউট পোশাকের শার্টের ডান হাতার কনুই এবং কাঁধের মাঝখানে সেলাই করে পরতে হবে। দশটির অধিক অর্জিত ব্যাজের জন্য Sash ব্যবহার করা যাবে।

* প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী অর্জিত অ্যাওয়ার্ড স্কাউট পোশাকের শার্ট অথবা কামিজের বাম হাতার কনুই ও কাঁধের মাঝখানে সার্ভিস ব্যাজের উপরে পরবে।

১৪.১ স্যাশ ঃ

এক কাঁধের উপর ঝোলানো কাপড়ের দীর্ঘ ফালি, এর উপরে অর্জিত পারদর্শিতা ব্যাজ পরা যাবে। Sash স্কাউট পোশাকের শার্টের উপরে ডান কাঁধে ঝুলিয়ে দেহের উভয় দিকে ঘুরিয়ে এনে কোমরে বাম পার্শ্বে যুক্ত করে পরতে হবে। Sash ব্যবহারকারীর ডান কাঁধ থেকে সামনে ও পিছনে উভয় দিকে রেখে

কোমরের বাম পার্শ্ব পর্যন্ত লম্বা এবং ১২ সে.মি. প্রস্থ সমান ছাই রংয়ের পটভূমিতে তৈরি হবে। প্রস্থের দুই পার্শ্বের নেভী ব্লু রংয়ের কাপড়ের বর্ডার দেয়া থাকবে। Sash এর সম্মুখভাগের উপর অংশে ডান কাঁধের নীচে প্রথমে জাতীয় পতাকার রেপলিকা তার নীচে নিজ নামফলক অতঃপর নীচের দিকে কোমর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে অর্জিত পারদর্শিতা ব্যাজসমূহ সেলাই করে পরতে হবে।

১৪. ২ র‍্যালী, ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী, মুট ব্যাজ ঃ

ক) র‍্যালী, ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী ও মুট/কনফারেন্স/ইন্টারন্যাশনাল গেট টুগেদার এর উদ্যোগী কর্তৃপক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে র‍্যালী, ক্যাম্পুরী, মুট ও জাম্বুরী, কনফারেন্স, গেট টুগেদারের ব্যাজ তৈরি ও অনুষ্ঠান চলাকালে তা বিতরণ করতে পারবেন।

খ) (১) কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট গণ যথাক্রমে ক্যাম্পুরী, র‍্যালী/সমাবেশ, জাম্বুরী ও মুট চলাকালে ও পরে অনুর্ধ্ব তিন মাস পর্যন্ত ঐ সব ব্যাজ পরতে পারবে।

(২) অন্যান্য সংশ্লিষ্টগণ কেবলমাত্র অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়েই ঐ সব ব্যাজ পরতে পারবেন।

(৩) র‍্যালী, ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী, মুট ইত্যাদির ব্যাজ স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার উপরে অর্জিত অন্যান্য ব্যাজ বা অ্যাওয়ার্ডের উপরে পরতে হবে।

১৫. (ক) স্কাউট মনোগ্রাম ঃ

স্কাউট মনোগ্রাম স্কাউটদের একটি নিজস্ব প্রতীক। এ প্রতীক স্কাউট আন্দোলনের পরিচয় বহন করে। ত্রি-পত্রের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার লাল গোলক এবং চতুর্দিকে লাল ক্রিসেন্টের সমন্বয়ে সবুজ রংয়ের বেস্টনীতে আবদ্ধ করে স্কাউট মনোগ্রাম তৈরি হবে। মনোগ্রাম সাদা পটভূমির উপরে খচিত, ছাপানো বা সুঁচীকর্মের অথবা ধাতব দ্রব্য দ্বারা তৈরি করা থাকবে। লাল ক্রিসেন্টের বাহির ও ভেতরে বৃত্তের পাশাপাশি সবুজ রংয়ের রেখা থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ মনোগ্রাম ত্রি-পত্রের রং হবে সবুজ যা প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মাঝখানে লাল গোলক জাতীয় পতাকার প্রতীক, লাল ক্রিসেন্ট সেবার, ত্রি-পত্রের বন্ধন স্কাউট ভ্রাতৃত্বের এবং সাদা পটভূমি শান্তির প্রতীক।

খ) নৌ স্কাউট মনোগ্রাম ঃ কালো পটভূমিতে নোংগরের উপর ত্রি-পত্র অংকিত স্কাউট মনোগ্রাম।

গ) এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম ঃ উড়ন্ত সোনালী রংয়ের ঈগলের দুই ডানার উপরে স্কাউট মনোগ্রাম।

১৬. বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ ঃ

ক) বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ, বিশ্ব স্কাউট সংস্থা (WOSM) কর্তৃক নির্ধারিত মাপের বেগুনী রংয়ের পটভূমিতে সাদা রং-এর স্কাউট ত্রি-পত্র প্রতীকের চতুর্দিকে অংকিত সাদা দড়ির গোলাকার বেষ্টনীর শেষে ত্রি-পত্রের নীচে একটি ডাক্তারী গেরো।

খ) কাপড়ের তৈরী বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, স্কাউট লিডার ও অন্যান্য অনির্বাহিক পদমর্যাদার স্কাউট কর্মকর্তাগণ ইচ্ছা করলে নিজ স্কাউট পোশাকের শার্টের ডান বুক পকেটের মাঝখানে পরতে পারবেন।

পতাকা

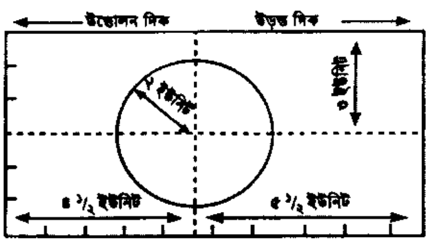

১.জাতীয় পতাকা ঃ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হবে আয়তাকার। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হবে ১০ঃ৬। পতাকার মাঝের লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ হবে পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সমান। পতাকার দৈর্ঘ্যকে সমান দশ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে একটা ইউনিট ধরতে হবে। পতাকার প্রস্থকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে একটি রেখা টানতে হবে। পতাকার উত্তোলন প্রান্তের (যে দিক দন্ডের সাথে থাকবে) দিকে সাড়ে চার ইউনিট এবং উড়ন্ত প্রান্তের দিকে সাড়ে পাঁচ ইউনিট রেখে দৈর্ঘ্যের বরাবর মাঝখান দিয়ে একটা লম্বা রেখা টানতে হবে। এ দু'টি রেখা যেখানে মিলিত হবে সেটাই হবে লাল বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু। এখন এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকতে হবে। এই বৃত্ত হবে লাল রংয়ের। পতাকার বাকী অংশ হবে গাঢ় সবুজ রংয়ের।

ক) **পতাকার রং এবং তাৎপর্য ঃ**

সবুজ অংশ ঃ তারুণ্যের উদ্দীপনা এবং গ্রাম বাংলার সবুজ পরিবেশের প্রতীক।
লালবৃত্ত ঃ উদীয়মান সূর্য এবং রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক।

খ) **জাতীয় পতাকার রেপলিকা ঃ** জাতীয় পতাকার রংয়ের পাঁচ সেঃমিঃ তিন সেঃমিঃ মাপের রেপলিকা স্কাউট পোশাকের শার্টের ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের উপরাংশে নাম ফলকের উপরে এবং অগ্রভাগ বাম দিকে রেখে সেলাই করে পরতে হবে।

২. **বিশ্ব স্কাউট পতাকা ঃ** বিশ্ব স্কাউট পতাকা বেগুনী রংয়ের জমিনে আয়তাকার হবে। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হবে ৩ঃ২। পতাকার মাঝখানে সাদা রংয়ের ত্রি-পত্র বিশ্ব স্কাউট ব্যাজের চতুর্দিকে সাদা রংয়ের দড়ি দিয়ে ঘেরা এবং দড়ির প্রান্তে ত্রি-পত্রের নীচে একটি রীফ নট (ডাক্তারী গেরো) দেয়া।

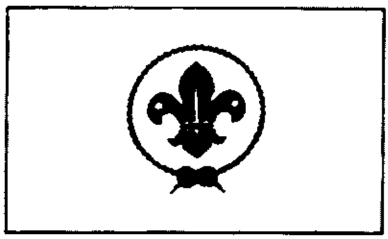

৩. **জাতীয় স্কাউট পতাকা ঃ** বাংলাদেশ স্কাউটসের পতাকা গাঢ় সবুজ জমিনে আয়তাকার হবে। পতাকার দৈর্ঘ্য হবে এক মিটার ছত্রিশ সেঃমিঃ ও প্রস্থ হবে নব্বই সেঃমিঃ। পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাঝখানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর মনোগ্রাম রচিত থাকবে। মনোগ্রামের বাইরের বৃত্তের ব্যাস হবে পয়তাল্লিশ সেঃমিঃ এবং ভেতরের ব্যাস হবে সাড়ে ত্রিশ সেঃমি। মনোগ্রাম সবুজ ত্রি-পত্র এবং লাল ক্রিসেন্টের ভেতরের অংশ সাদা রং এর হবে। লাল ক্রিসেন্টের উভয় পাশে বৃত্তাকারে সবুজ রংয়ের ০.২ সেঃমিঃ মাপের চওড়া রেখা থাকবে।

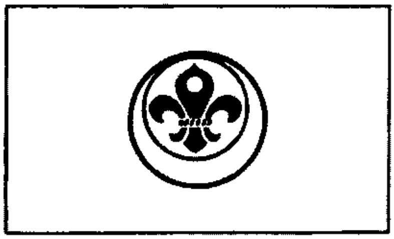

৪. **অঞ্চল** পতাকা ঃ বাংলাদেশ স্কাউট এর তালিকাভুক্ত সকল অঞ্চলের পতাকার মাপ জাতীয় স্কাউট পতাকার অনুরূপ হবে। পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাঝখানে স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে এবং তার নীচে সোজা লাইনে সাড়ে সাত সেঃমিঃ চওড়া মাপে অঞ্চলের নাম লেখা থাকবে।

ক) রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের পতাকার ও লেখার রং হবে নিম্নরূপ ঃ

১. রোভার অঞ্চলের পতাকার কাপড় হবে গাঢ় লাল রংয়ের এবং অঞ্চলের নাম সোনালী রংয়ে লেখা থাকবে।

২. রেলওয়ে অঞ্চলের পতাকার কাপড়ের রং হবে রেলওয়ে ব্লু এবং অঞ্চলের নাম সোনালী রংয়ে লেখা থাকবে।

৩. নৌ অঞ্চলের পতাকার কাপড়ের রং হবে নেভী ব্লু। সোনালী রংয়ে অঞ্চলের নাম লেখা থাকবে। পতাকার মাঝখানে নৌ স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

৪. এয়ার অঞ্চলের পতাকার কাপড়ের রং হবে আকাশী নীল। সোনালী রংয়ে অঞ্চলের নাম লেখা থাকবে। পতাকার মাঝখানে এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

খ) রোভার, রেলওয়ে নৌ ও এয়ার ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং অঞ্চলের নাম সোনালী রং এ লেখা থাকবে।

৫. **ক) জেলা/উপজেলা, স্কাউটস পতাকা** ঃ অঞ্চলের পতাকার অনুরূপ হবে অঞ্চলের নামের স্থানে উপজেলা/জেলার নাম থাকবে।

খ) রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার জেলা স্কাউটস পতাকা ঃ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পতাকার রংয়ের অনুরূপ হবে। সোনালী রং-এ জেলার নাম লেখা থাকবে।

৬. **গ্রুপ/ইউনিট পতাকা ঃ** অঞ্চলের পতাকার অনুরূপ হবে। স্কাউট মনোগ্রামের নীচে সোজা লাইনে সাড়ে সাত সেঃমিঃ মাপে গ্রুপের নম্বরসহ সংক্ষিপ্ত নাম ও উপজেলার নাম লেখা থাকবে। যেমন–০৭নং সঃবিঃ কাব স্কাউট গ্রুপ, নারায়ণগঞ্জ বা ১০৪নং হাসমত উদ্দিন উঃ বিঃ স্কাউট গ্রুপ, কিশোরগঞ্জ বা ১০নং সরকারী বাঙলা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা।
১নং পাঁচবিবি এলবিপি উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, জয়পুরহাট

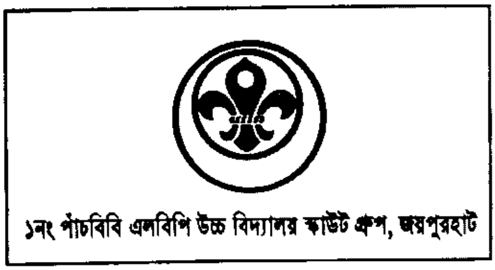

ক) রোভার স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং গাঢ় লাল ও লেখা সোনালী।

খ) স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং গাঢ় সবুজ ও লেখা সোনালী।

গ) কাব স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং হবে গাঢ় হলুদ ও লেখা সবুজ।

ঘ) রেলওয়ে স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং হবে রেলওয়ে ব্লু লেখা সোনালী রংয়ের।

ঙ) নৌ স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং হবে নেভী ব্লু ও লেখা সোনালী রংয়ের।

চ) এয়ার স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং হবে আকাশী নীল ও লেখা সোনালী রংয়ের।

৭. **উপদল পতাকা ঃ** উপদল পতাকা উপদলের পরিচয় বহন করে। এ পতাকা ত্রিকোনাকৃতি সাদা পটভূমিতে তৈরি হবে। পতাকার মাঝখানে উপদলের নামের প্রাণী/পাখির মুখমণ্ডল বা প্রতীক আঁকা থাকবে। উপদল পতাকার পরিমাপ ত্রিশ সেঃমিঃ বিশ সেঃমিঃ। উপদল পতাকার দন্ডের মাপ স্কাউট লাঠির সমান হবে।

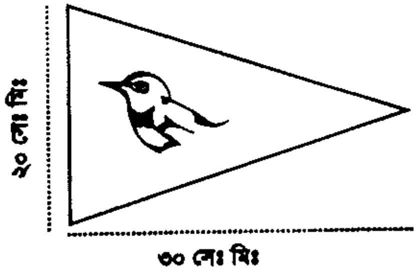

৮. পতাকা উত্তোলন ও বহন পদ্ধতি ঃ

ক) একই লাইনে অন্যান্য পতাকার সাথে জাতীয় পতাকা উড়াতে হলে জাতীয় পতাকা অন্যান্য পতাকার মাঝখানে থাকবে। জাতীয় পতাকার দণ্ড অন্যান্য পতাকার দণ্ড থেকে অন্ততঃ পক্ষে জাতীয় পতাকার প্রস্থের সমান উঁচু হবে।

খ) কোন স্কাউট অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হলে সকল পতাকা দণ্ড একই মাপের হবে এবং সকল পতাকা একই লাইনে থাকবে।

গ) কোন অবস্থায় একই পতাকা দণ্ডে জাতীয় পতাকার সাথে অন্য কোন পতাকা উড়ানো যাবে না

ঘ) অন্য কোন পতাকার সাথে জাতীয় পতাকাকে আড়াআড়িভাবে উড়াতে হলে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকারীর ডানে এবং সামনে থেকে পর্যবেক্ষণকারীর বাম দিকে থাকবে

ঙ) মঞ্চের সামনে জাতীয় পতাকার সাথে অন্য কোন পতাকা উত্তোলন করতে হলে জাতীয় পতাকা মঞ্চের ডান দিকে এবং অন্য পতাকা বাম দিকে থাকবে। দুইয়ের বেশী বেজোড় (যেমন-৩,৫,৭) সংখ্যক পতাকা উত্তোলিত হলে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ঠিক মাঝখানে থাকবে। যদি সংখ্যা জোড় হয় তাহলে মাঝখানে ডানে প্রথমেই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়াতে হবে।

চ) পতাকা উত্তোলন করার সময় জাতীয় পতাকা সবার আগে এবং নামাবার সময় জাতীয় পতাকা সবার পরে নামবে।

ছ) শোক প্রকাশের জন্য পতাকাকে অর্ধঃনমিত করতে হলে প্রথমে পতাকাকে দণ্ডের চূড়ায় তুলে পতাকাকে ধীরে ধীরে দণ্ডের শীর্ষ থেকে পতাকার প্রস্থ-সমান নীচে নামিয়ে এনে বাঁধতে হবে। নামানোর সময় পতাকাকে দণ্ডের শীর্ষে তুলে অতঃপর নামাতে হবে।

জ) কোন অনুষ্ঠানে সারিবদ্ধ মার্চ পাস্ট করার সময় অন্যান্য পতাকার সাথে জাতীয় পতাকা বহন করতে হলে জাতীয় পতাকা বহনকারী লাইনের মাঝখানে (কেন্দ্রে) অথবা ডান পার্শ্বে থাকবে।

ঝ) জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে জাতীয় সংগীত বাজবে এবং পতাকা সমানতালে দ্রুত দণ্ডের শীর্ষে উঠাতে হবে। সংগীত ও পতাকা উত্তোলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত সকলকে পতাকার দিকে মুখ করে মনোযোগ সহকারে দাঁড়িয়ে পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে

ঞ) জাতীয় পতাকা ও বাংলাদেশ স্কাউটস পাশাপাশি উড়াতে হলে স্কাউট পতাকা জাতীয় পতাকার বাম পার্শ্বে প্রস্থ সমান নীচু করে উড়াতে হবে।

ট) উপদল পতাকা উপদল নেতা বহন করবে।

ঠ) সাধারণভাবে পতাকা দণ্ডসহ পতাকা বহন করার সময় পতাকা দণ্ডের সঙ্গে গুটিয়ে নিয়ে ডান কাঁধে বহন করতে হবে। মার্চপাস্টের সময় পতাকা দণ্ড খাড়া করে ধরতে হবে যেন পতাকা মুক্ত ভাবে উড়তে পারে।